ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন

[ঘনবসতিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের এদেশে ২০০৫ সালে চরম দারিদ্রের হার (মাথা-গননা পদ্ধতিতে) ছিল শতকরা ৪০.৪ (বাংলাদেশের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ- HIES ২০০৫ অনুয়ায়ী) যা ২০১০ এ নেমে দাঁড়িয়েছে ৩২.৫ শতাংশে (বাংলাদেশের খানা ব্যয় জরিপ- HIES ২০১০ এর প্রাথমিক হিসাব মতে)। অপরদিকে UNDP- Human Development Report ২০১০ এর তথ্যমতে Multi-dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ছিল ০.২৯১। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০১৩ ও ২০২১ সালের মধ্যে এ দারিদ্রের হার যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা, অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জন, দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হিসাবে 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) এবং ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য প্রস্তাবিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন- এর বিষয়ে সরকারের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের ব্যয় বাবদ মোট বরাদ্দ রয়েছে ৭৬,০০১ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৫৭.৫০ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১৫৪০৮.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে । এর আওতায়- বয়স্ক ভাতা, স্বামী পরিত্যাক্তা দু:স্থ মহিলাদের ভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী সহ আরো ১১টি কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়াও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, ঘরে ফেরা , মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুণর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশিণ্টষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী আছে । দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন ব্যাংক এবং NGO সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটো বিশেষায়িত ব্যাংকের ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৯১৮৬.৬৯ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২০৪৭৫.৮১ কোটি টাকা। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮১৫০৭.৪৮ কোটি টাকা ও ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৭০৮৩০.০৯ কোটি টাকা । দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসচি টেকসই করাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।]

দারিদ্রের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

প্রায় পনের কোটি মানুষের এ দেশে (১,৪৭৫৭০ ব.কি.মি আয়তন বিশিষ্ট) দারিদ্রের প্রকটতা অনস্বীকার্য। সংগত কারণেই বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন প্রয়াসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচন। স্বাধীনতা-পরবর্তী কাল হতেই দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশে দারিদ্রের প্রকটতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে, এখনো এর ব্যাপকতা ও গভীরতা উদ্বেগজনক। UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report 2010 অনুযায়ী আয় দারিদ্রের দিক থেকে ২০০৮ সালে এদেশের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ছিল দরিদ্র। অপরদিকে UNDP- এর উক্ত রিপোর্ট এ বাংলাদেশ নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচকের (HDI) তালিকাভুক্ত এবং ১০৪টি দেশের মধ্যে Multi-dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ছিল ০.২৯১ (নিম্ন মানের HDI), যেখানে পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল (নিম্ন মানের HDI), ভারত (মধ্যম মানের HDI) , পাকিস্তান (মধ্যম মানের HDI) ও শ্রীলংকার (মধ্যম মানের HDI) MPI মান ছিল যথাক্রমে ০.৩৫০, ০. ২৯৬, ০.২৭৫, ও ০.০২১ ।

একদিকে জনসংখ্যার আধিক্য ও অপর দিকে সম্পদের সীমাবদ্ধতা এ দেশে দারিদ্র মোকাবিলার বড় চ্যালেঞ্জ। তথাপি দারিদ্র বিমোচন সর্বদাই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দ্রুত হ্রাসে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ১৯৯৬-২০০১ কালমধ্যে দারিদ্র বিমোচনে নানারকম উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দারিদ্র হ্রাসের বার্ষিক গড় হার ০.৫০ শতাংশ থেকে ১.৫০ শতাংশে উন্নীত হয় এবং মানব দারিদ্র সূচক ৪১.৬ শতাংশ থেকে ৩২.০ শতাংশে নেমে আসে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৩ ও ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার যথাক্রমে ২৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। তাছাড়াও দারিদ্র নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অতি দরিদ্রদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার বিষয়ে সরকারের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দারিদ্র বিমোচন । এ উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ফলে বাংলাদেশ আয় ও মানব দারিদ্র দূরীকরণে

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। অন্ততঃ ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশল পত্রের সময়োপযোগী সংশোধন (জাতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র-২ (২০০৯-২০১১): দিন বদলের পদক্ষেপ) করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হিসাবে 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১)' শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এ রূপকল্প রূপায়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৫ মেয়াদের জন্য ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এ দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প ও মধ্যমেয়াদী কার্যক্রম হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন তথা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা বর্তমানের ৩৮ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। উল্লেখ্য, দারিদ্র নিরসনসহ আরো কতিপয় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বেশ সাফল্য লাভ করেছে ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি

জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র ২০১৫ সালের মধ্যে কমিয়ে আনা । UNDP- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে "Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2010" শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইতোমধ্যে 'দারিদ্র ও ক্ষুধা' সংশিণ্টষ্ট ১ নং এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী আছে । ২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে দারিদ্র হ্রাসের বার্ষিক গড় হার ১.২৩ এর বিপরীতে ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের বার্ষিক গড় হার ১.৩৪ অর্জিত হয়েছে। দারিদ্র বৈষম্য অনুপাত দ্রুত হ্রাস পেয়ে ৯.০ এ দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিম্নলিখিত সারণিতে দেয়া হল:

সারণি ১৩.১ঃ একনজরে দারিদ্র সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ (সংশোধিত)	ভিত্তি বৎসর ১৯৯০-৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা	মন্তব্য
লক্ষ্যমাত্রা ১ঃ চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ				
লক্ষ্য ১ কঃ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.১ জাতীয় উচ্চ দারিদ্র রেখা এর নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার শতকরা অংশ (২১২২ কি. ক্যাল.)	৫৬.৬	৩১.৫ (২০১০ HIES এর প্রাথমিক হিসাব)	২৯.০	→
১.২ দারিদ্র ব্যবধান অনুপাত	১৭.০	৯.০ (২০০৫)	৮.০	→
১.৩ জাতীয় ভোগ এ দরিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী এর শতকরা অংশ	৬.৫	৫.৩ (২০০৫)	প্রযোজ্য নয়	-
লক্ষ্য ১খঃ মহিলা ও যুবসমাজ সহ সকলের জন্য পুর্ণকালীন ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান এবং সম্মানজনক কাজ আহরণ				
১.৫. মোট জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থান এর শতকরা হার	৪৮.৫	৫৯.৩ (২০০৯)	সকলের জন্য	↓
লক্ষ্য ১গঃ ক্ষুধাক্লীষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০-২০১৫ এর মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনা				
১.৮ পাঁচ বছরের কম বয়সী নিম্ন ওজনসম্পন্ন শিশুদের অবস্থা	৬৬.০	৪৫.০ (২০০৯)	৩৩	
১.৯ নূন্যতম খাদ্যশক্তি এর চেয়ে কম পরিমাণে গ্রহণকারী জনসংখ্যার হার	২৮.০	১৯.৫ (২০০৫)	১৪.০	↓

উৎস: বিবিএস, UNDP বাংলাদেশ, ২০১০। → = on track, ↓ =২০১৫ এর মধ্যে অর্জন সম্ভব নয়

দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামো

সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের (দিন বদলের পদক্ষেপ (২০০৯-১১)) দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামোর কৌশল ব্লকগুলো হচ্ছে:

১। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি,

২। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি,

৩। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ,

৪। অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং

৫। মানব সম্পদ উন্নয়ন।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের ব্যয় বাবদ মোট বরাদ্দ রয়েছে ৭৬,০০১ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৫৭.৫০ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর (সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন) আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ২০৪৭৬.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ (সংশোধিত বাজেটে) রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন-স্বত্ব (Entitlement) বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসচি, ভিজিডি কর্মসচি, গ্রামীণ সড়ক, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মসচি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। অপরদিকে, শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসচি যথা-শিক্ষার জন্য খাদ্য/অর্থ, বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি মানব উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র পরিমাপ

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ চালানো হয় ২০০৫ সালে। ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপে দেশের দারিদ্র পরিমাপের জন্য খাদ্য-শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake - FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (Direct Calorie Intake-DCI) পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। দারিদ্র পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলোক্যালরীর নীচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র (Hard-core Poverty) হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথমবারের মত ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs -CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে, ২০০০ ও ২০০৫ সালের জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্রসীমা পরিমাপে খাদ্য-বহির্ভত (Non-food) ভোগ্য পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিবিএস কর্তৃক সর্বশেষ পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫ এর তথ্য মলতঃ এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দারিদ্রের গতিধারা

১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে (CBN উচ্চ দরিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) আয় দারিদ্রের হার ৫৮.৮ শতাংশ থেকে ৪৮.৯ শতাংশে নেমে আসে (সারণি ১৩.২)। এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ১.৮ শতাংশ। তবে দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ২.২% হারে)। অপরদিকে ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে আয় দারিদ্রের হার ৪৮.৯ শতাংশ থেকে ৪০.০ শতাংশে নেমে এসেছে এবং এ হ্রাসের যৌগিক হার বার্ষিক ৩.৯ শতাংশ । এ'সময়কালেও দারিদ্রের হার শহর এলাকায় অধিক হ্রাস পেয়েছে (বার্ষিক ৪.২% হারে)।

২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত নগর ও পল্লী উভয় এলাকায় দারিদ্রের গভীরতা (দারিদ্র ব্যবধান দ্বারা পরিমাপিত) ও তীব্রতা (দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ দ্বারা পরিমাপিত) প্রায় সমভাবে হ্রাস পেয়েছে । উল্লেখ্য, ১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে পল্লী এলাকায় আয় দারিদ্রের গভীরতা ও তীব্রতা হ্রাসের হার শহর এলাকার চেয়ে অধিক ছিল।

সারণি ১৩.২: আয়-দারিদ্রের গতিধারা

	২০০৫	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০-২০০৫)	১৯৯১-৯২	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (১৯৯১-৯২ থেকে ২০০০)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	৪০.০	৪৮.৯	-৩.৯	৫৮.৮	-১.৮
শহর	২৮.৪	৩৫.২	-৪.২	৪৪.৯	-২.২
পলণ্টী	৪৩.৮	৫২.৩	-৩.৫	৬১.২	-১.৬
দারিদ্র ব্যবধান					
জাতীয়	৯.০	১২.৮	-৬.৮০	১৭.২	-২.৯
শহর	৬.৫	৯.১	-৬.৫১	১২.০	-২.৫
পলণ্টী	৯.৮	১৩.৭	-৬.৪৮	১৮.১	-২.৮
দারিদ্র ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	২.৯	৪.৬	-৮.৮১	৬.৮	-৩.৮
শহর	২.১	৩.৩	-৮.৬৪	৪.৪	-২.৭
পলণ্টী	৩.১	৪.৯	-৮.৭৫	৭.২	-৩.৮

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০৫

প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.৩-এ মাথা -গণনা অনুপাতে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র প্রবণতা উপস্থাপিত হল:

সারণি ১৩.৩: মাথা-গণনা অনুপাতে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে বাংলাদেশে দারিদ্র প্রবণতা

জরিপ বছর	দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণ					
	জাতীয়		পল্লী		শহর	
	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (%)	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (%)	জনগণ (মিলিয়ন)	জনগণ (%)
দারিদ্র রেখা-১: অনপেক্ষ দারিদ্র <= দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ পরিমাপে						
২০০৫	৫৬.০	৪০.৪	৪১.২	৩৯.৫	১৪.৮	৪৩.২
২০০০	৫৫.৮	৪৪.৩	৪২.৬	৪২.৩	১৩.২	৫২.৫
১৯৯৫-৯৬	৫৫.৩	৪৭.৫	৪৫.৭	৪৭.১	৯.৬	৪৯.৭
১৯৯১-৯২	৫১.৬	৪৭.৫	৪৪.৮	৪৭.৬	৬.৮	৪৬.৭
দারিদ্র রেখা-২: চরম দারিদ্র <= দৈনিক মাথাপিছু ১৮০৫ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ পরিমাপে						
২০০৫	২৭.০	১৯.৫	১৮.৭	১৭.৯	৮.৩	২৪.৪
২০০০	২৪.৯	২০.০	১৮.৮	১৮.৭	৬.০	২৫.০
১৯৯৫-৯৬	২৯.১	২৫.১	২৩.৯	২৪.৬	৫.২	২৭.৩
১৯৯১-৯২	৩০.৪	২৮.০	২৬.৬	২৮.৩	৩.৮	২৬.৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

মাথা-গণনা অনুপাতে ২০০৫ সালে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে অনপেক্ষ দারিদ্র ছিল ৪০.৪ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে তা ছিল ৩৯.৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪৩.২ শতাংশ। এ পদ্ধতিতে ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে অনপেক্ষ দারিদ্র ৪.১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০০০ সালে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগণের সংখ্যা ছিল ৫.৫৮ কোটি যা ২০০৫ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৬০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র জনসংখ্যা ২০ লক্ষ বৃদ্ধি পেলেও তা পর্বের তুলনায় হ্রাসকৃত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাথা-গণনা অনুপাতে ২০০৫ সালে প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (DCI) পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র ছিল ১৯.৫ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে তা ছিল ১৭.৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৪.৪ শতাংশ। এ পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে চরম দারিদ্র ০.৫ শতাংশ, পল্লী অঞ্চলে ০.৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ০.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। । ২০০০ থেকে ২০০৫ সালে চরম দারিদ্র ২০.০ শতাংশ থেকে ১৯.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অনপেক্ষ দারিদ্র এর মত চরম দারিদ্রে অবস্থানকারী জনগণের সংখ্যা ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ এ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তা ১৯৯১-৯২ এর তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

মাথা -গণনা অনুপাতে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিভাগওয়ারী দারিদ্র প্রবনতা

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভাগওয়ারী দারিদ্রের হার সারণি ১৩.৪-এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১৩.৪: মৌলিক চাহিদার ব্যয় অনুসারে বিভাগওয়ারী দারিদ্রের হার (মাথা-গণনা অনুপাত)

জাতীয়/বিভাগ	২০০৫			২০০০		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
জাতীয়	**২৫.১**	**২৮.৬**	**১৪.৬**	**৩৪.৩**	**৩৭.৯**	**২০.০**
বরিশাল	৩৫.৬	৩৭.২	২৬.৪	৩৪.৭	৩৫.৯	২১.৭
চট্টগ্রাম	১৬.১	১৮.৭	৮.১	২৭.৫	৩০.১	১৭.১
ঢাকা	১৯.৯	২৬.১	৯.৬	৩৪.৫	৪৩.৬	১৫.৮
খুলনা	৩১.৬	৩২.৭	২৭.৮	৩২.৩	৩৪.০	২৩.০
রাজশাহী	৩৪.৫	৩৫.৬	২৮.৪	৪২.৭	৪৩.৯	৩৪.৫
সিলেট	২০.৮	২২.৩	১১.০	২৬.৭	২৬.১	৩৫.২
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
জাতীয়	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**	**৪৮.৯**	**৫২.৩**	**৩৫.২**
বরিশাল	৫২.০	৫৪.১	৪০.৪	৫৩.১	৫৫.১	৩২.০
চট্টগ্রাম	৩৪.০	৩৬.০	২৭.৮	৪৫.৭	৪৬.৩	৪৪.২
ঢাকা	৩২.০	৩৯.০	২০.২	৪৬.৭	৫৫.৯	২৮.২
খুলনা	৪৫.৭	৪৬.৫	৪৩.২	৪৫.১	৪৬.৪	৩৮.৫
রাজশাহী	৫১.২	৫২.৩	৪৫.২	৫৬.৭	৫৮.৫	৪৪.৫
সিলেট	৩৩.৮	৩৬.১	১৮.৬	৪২.৪	৪১.৯	৪৯.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫

সারণি হতে দেখা যায় যে, জাতীয় পর্যায়ে নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে যেখানে দেশের দারিদ্রের হার হল ২৫.১ শতাংশ, সেখানে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে তা দাঁড়ায় ৪০.০ শতাংশে। উভয় ক্ষেত্রেই গ্রামাঞ্চলের দারিদ্রের চেয়ে শহরাঞ্চলের দারিদ্র অনেক কম।

জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা

সারণি ১৩.৫ এ জমির মালিকানার ভিত্তিতে (উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে সিবিএন পদ্ধতিতে) দারিদ্র প্রবণতা দেখানো হল:

সারণি ১৩.৫: জমির মালিকানা ভিত্তিতে দারিদ্র প্রবণতা-২০০৫ (%)

জমির আয়তন (একর)	২০০৫			২০০০		
	নিম্ন দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
সকল	**২৫.১**	**২৮.৬**	**১৪.৬**	**৩৪.৩**	**৩৭.৯**	**২০.০**
ভূমিহীন	২৫.২	৪৯.৩	১৭.৮	৩০.৪	৫৩.১	২০.৫
<০.০৫	৩৯.২	৪৭.৮	২৩.৭	৪৩.৩	৪৮.৮	২২.৩
০.০৫-০.৪৯	২৮.২	৩৩.৩	১১.৪	৪০.০	৪১.৭	১২.৬
০.৫০-১.৪৯	২০.৮	২২.৮	৯.১	২৯.৬	৩০.৬	১৫.৪
১.৫০-২.৪৯	১১.২	১২.৮	২.৭	২১.৯	২২.৯	১.৪
২.৫০-৭.৪৯	৭.০	৭.৭	৩.০	১১.৫	১২.৪	০.০
৭.৫০+	১.৭	২.০	০.০	৪.০	৪.১	০.০
	উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে					
সকল	**৪০.০**	**৪৩.৮**	**২৮.৪**	**৪৮.৯**	**৫২.৩**	**৩৫.২**
ভূমিহীন	৪৬.৩	৬৬.৬	৪০.১	৪৬.৬	৬৯.৭	৩৬.৬
<০.০৫	৫৬.৪	৬৫.৭	৩৯.৭	৫৭.৯	৬৩.০	৩৮.৩
০.০৫-০.৪৯	৪৪.৯	৫০.৭	২৫.৭	৫৭.১	৫৯.৩	২৭.৩
০.৫০-১.৪৯	৩৪.৩	৩৭.১	১৭.৪	৪৬.২	৪৭.৫	২৭.৪
১.৫০-২.৪৯	২২.৯	২৫.৬	৮.৮	৩৪.৩	৩৫.৪	১০.২
২.৫০-৭.৪৯	১৫.৪	১৭.৪	৪.২	২১.৯	২২.৮	৯.১
৭.৫০+	৩.১	৩.৬	০.০	৯.৫	৯.৭	০.০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০৫।

২০০৫ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র পরিমাপে দেখা যায় যে, ৪৬.৩ শতাংশ জনগণ ভমিহীন, ৫৬.৪ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ৪৪.৯ শতাংশ জনগণের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ৩৪.৩ শতাংশ জনগণের জমির

পরিমাণ ০.০৫-১.৪৯, ২২.৯ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ১৫.৪ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫-৭.৪৯ একর এবং ৩.১ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে । এছাড়া, মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র পরিমাপে লক্ষ্যণীয় যে, ৩৯.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে, ২৮.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫-০.৪৯ একর, ২০.৮ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ১১.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ১.৫-২.৪৯ একর, ৭.০ শতাংশের জমির পরিমাণ ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং ১.৭ শতাংশের জমির পরিমাণ ৭.৫ একর বা তার উর্ধ্বে । দেখা যায় যে, ভূমিহীন ও নগণ্য পরিমাণ ভূমি সম্পন্ন জনগনের হার বেশী। সুতরাং দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হলে ভমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্যোন্নয়ন প্রয়োজন।

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয়ের পার্থক্য এই যে, ব্যয় স্থায়ী জিনিসপত্র ক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা ভোগ-ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় সারণি ১৩.৬ তে উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১৩.৬: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
		আয়	ব্যয়	ভোগব্যয়
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯৬	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪
১৯৯১-৯২	জাতীয়	৩৩৪১	২৯৪৪	২৯০৪
	পল্লী	৩১০৯	২৭২১	২৬০৪
	শহর	৪৮৩২	৪৩৭৭	৪২৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০৫

সারণি ১৩.৬ এ লক্ষ্য করা যায় যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগ-ব্যয় ক্রমবর্ধমান। ২০০৫ সালে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয় জাতীয় পর্যায়ে ৭২০৩ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৬০৯৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ১০৪৬৩ টাকা। অন্যদিকে, ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয় ছিল ৫৮৪২ টাকা, যা ২০০৫ সালে ২৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় তা ১১৫.৫৯ শতাংশ বেশী। ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ৬১৩৪ টাকা, যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৫৩১৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ৮৫৩৩ টাকা। ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে ৪৮৮৬ টাকা, ৪২৫৭ টাকা এবং ৭৩৬০ টাকা ছিল । ২০০৫ সালে খানার মাসিক নামিক (Nominal) ব্যয় ২০০০ এর তুলনায় ২৫.৫৪ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় ১০৮.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৫ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক (Nominal) ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ৫৯৬৪ টাকা অনুমিত হলেও পল্লী এলাকায় তা ৫১৬৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ৮৩১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে, পল্লী অঞ্চলে, এবং শহরাঞ্চলে তা যথাক্রমে ৪৫৪২ টাকা, ৩৮৭৯ টাকা এবং ৭১৪৯ টাকা ছিল । মাসিক গড় ভোগ ব্যয় ২০০৫ সালে ২০০০ সালের তুলনায় ৩১.৩ শতাংশ এবং ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় ১০৫.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন এবং জিনি অনুপাত

২০০০ এবং ২০০৫ সালে পরিচালিত জরিপে পরিবার ভিত্তিক আয় বন্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি ১৩.৭: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০০৫			২০০০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭	০.৯৩	১.০৭	০.৭৯
ডিসাইল-১	২.০০	২.২৫	১.৮০	২.৪১	২.৮০	২.০২
ডিসাইল -২	৩.২৬	৩.৬৩	৩.০২	৩.৭৬	৪.৩১	৩.০৭
ডিসাইল -৩	৪.১০	৪.৫৪	৩.৮৭	৪.৫৭	৫.২৫	৩.৮৪
ডিসাইল -৪	৫.০০	৫.৪২	৪.৬১	৫.২২	৫.৯৫	৪.৬৮
ডিসাইল -৫	৫.৯৬	৬.৪৩	৫.৬৬	৬.১০	৬.৮৪	৫.৬০
ডিসাইল -৬	৭.১৭	৭.৬৩	৬.৭৮	৭.০৯	৭.৮৮	৬.৭৪
ডিসাইল -৭	৮.৭৩	৯.২৭	৮.৫৩	৮.৪৫	৯.০৯	৮.২৪
ডিসাইল -৮	১১.০৬	১১.৪৯	১০.১৮	১০.৩৯	১০.৯৭	১০.৪৬
ডিসাইল -৯	১৫.০৭	১৫.৪৩	১৪.৪৮	১৪.০০	১৪.০৯	১৪.০৪
ডিসাইল -১০	৩৭.৬৪	৩৩.৯২	৪১.০৮	৩৮.০১	৩২.৮১	৪১.৩২
সর্বোচ্চ ৫%	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭	২৮.৩৪	২৩.৫২	৩১.৩২
জিনি অনুপাত	০.৪৬৭	০.৪২৮	০.৪৯৭	০.৪৫১	০.৩৯৩	০.৪৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০০৫

সারণি ১৩.৭ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ডিসাইল-১ থেকে ডিসাইল-৫ভুক্ত পরিবারগুলোর জাতীয় পর্যায়ে আয় ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ডিসাইল-৬ থেকে ডিসাইল-৯ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ২০০০ সালে জাতীয় আয়ের প্রায় ১ শতাংশ থাকলেও (০.৯৩ শতাংশ) ২০০৫ সালে তা কমে ০.৭৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশের আয়ও (২৮.৩৪ শতাংশ থেকে ২৬.৯৩ শতাংশে) হ্রাস পেয়েছে। সর্বোপরি জিনি অনুপাত ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সমাজের বৈষম্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে।

মাথা পিছু ভোগ্যপণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়

১৩.৮ সারণিতে দেখা যায় যে, বাজার মল্যে মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১৯৯৫-৯৬ সালের ১১,১০৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৩২,০২২ টাকায়। এ ক্ষেত্রে ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত যৌগিক প্রবৃদ্ধি ৭.৮৬। অন্যদিকে মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ১১,১০৮ টাকা থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর ১৬,২৭৪ টাকায় (১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের মল্যে) এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে ব্যয়ের যৌগিক প্রবৃদ্ধি হল ২.৭৭।

সারণি ১৩.৮: মাথা পিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়

(টাকায়)

অর্থ বছর	বাজার মূল্যে মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয়	প্রকৃত মাথাপিছু ভোগ্য পণ্য ও সেবা বাবদ ব্যয় (১৯৯৫-৯৬ এর মূল্যে)
১৯৯৫-৯৬	১১,১০৮	১১,১০৮
১৯৯৬-৯৭	১১,৭৮১	১১,৩৩২
১৯৯৭-৯৮	১২,৫২৯	১১,০৯১
১৯৯৮-৯৯	১৩,৫১৬	১১,১৭৬
১৯৯৯-০০	১৪,৩৫৩	১১,৫৪৬
২০০০-০১	১৫,১২৬	১১,৯৩৭
২০০১-০২	১৫,৯৫২	১২,২৪৬
২০০২-০৩	১৭,১২৯	১২,৫৯৮
২০০৩-০৪	১৮,৪৫৬	১২,৮২৫
২০০৪-০৫	২০,১৪৫	১৩,১৪৭
২০০৫-০৬	২২,২৪১	১৩,৬২৯
২০০৬-০৭	২৪,৯০৮	১৪,৩৩৬
২০০৭-০৮	২৮,৫২১	১৪,৯৩২
২০০৮-০৯	৩১,৮২৭	১৫,৬২২
২০০৯-১০	৩২০২২	১৬২৭৪
২০১০-১১	৪২৮১৪	১৬৩৫০
যৌগিক প্রবৃদ্ধি (১৯৯৬-২০১১)	১০.১১	২.৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'National Accounts Statistics' -এর বিভিন্ন সংখ্যা এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক গাণিতিক হিসাব।

দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত কার্যক্রম

- **সামাজিক নিরাপত্তা**

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা এবং দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজে আশু করণীয় পদক্ষেপ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা (খাদ্য) খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমান ২০১০-১১ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০৪৭৬.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (২০১০-১১) -এর আওতায় পলিসি সাপোর্ট হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- চলতি অর্থবছরে বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম, প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) রেখে দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে ২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০৪৭৬.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নগদ প্রদান হিসেবে বয়স্ক ভাতা বাবদ ৮৯১ কোটি টাকা, স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের জন্য ৩৩১.২ কোটি টাকা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ৩৬০ কোটি টাকা সহ আরো ১১টি কার্যক্রমের অনুকুলে নগদ ভাতা প্রদানের জন্য মোট ৬০৮৫.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া ২০১০-১১ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল বাবদ ৭০০.০০ কোটি টাকা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মহিলাদের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বাবদ ৩০.০০ কোটি টাকা, ন্যাশনাল সার্ভিসের জন্য ২০৫ কোটি টাকা ও বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য ১০১৪.২০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF), মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (MDF), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (SDF), বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (BNF), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (IDCOL) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে ন্যস্ ক্ষুদ্র ঋণ ও বিনিয়োগ তহবিল সমহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে PKSF, SDF ও BNF এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ১১৬.৫২ কোটি টাকা, ২১৪ কোটি (সংশোধিত বরাদ্দ) টাকা ও ৬.৫০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।

- সরকারী শিশু পরিবার ও অন্যান্য নিবাসীদের খোরাকী ভাতা ২১.৭০ কোটি টাকা হতে ২২.৯০ কোটি টাকা, শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন বাবদ ১৩.৪০ কোটি টাকা হতে ২৭.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, দুর্যোগ অনুদান হিসেবে থোক বরাদ্দ ৮৫ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- সরকারের fiscal কার্যক্রম অব্যাহত এবং জোরদার করার প্রয়োজনে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমহের বিশেষ বাজেট সহায়তা (Budget Support) গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র বিমোচনের জন্য উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহসহ আরো কতিপয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে:

সারণি ১৩.৯: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	বাজেট (২০০৯-১০) (সংশোধিত)	বাজেট (২০১০-১১) (সংশোধিত)
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম	৫,৫৩৯.২৮	৬০৫৬.৭১
নগদ প্রদান (বিশেষ) কার্যক্রমঃ সামাজিক ক্ষমতায়ন	১৬১.০০	৫৫.৫২
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৪৯৩২.৪৮	৭১৯৩.২৭
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	৩৯৫.০০	৩৪০.০২
বিভিন্ন তহবিল	৩,০৯৬.৩৪	৩৩০৮.১৩

- **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম:**

ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাতা বাবদ ৩৩৫৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করে এ পর্যন্ত মোট ৩৫,৭২৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ২১৩৯৯ জনকে অস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে। **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসচির** আওতায় **নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান** বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি: সমাজকল্যাণ মন্ণালয়াধীন এ কর্মসচির আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ৩০০ টাকা হারে ২৪.৭৫ লক্ষ ভাতা ভোগী উপকৃত হচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ বাবদ ৮৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ৪১৮.৭৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পূণর্বাসন তহবিল: সমাজ কল্যাণ মন্ণালয় এসিড নিক্ষেপের ফলে নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য গঠিত "এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন" তহবিলের আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ সমাজ কল্যাণ মন্ণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ কর্মসূচীর জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ১০২.৯৬ কোটি টাকা এবং ফেব্রুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ৪৬.৩৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মাসিক ৩০০ টাকা হারে ২.৮৬ লক্ষ প্রতিবন্ধী উপকৃত হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ কর্মসচির অধীনে ২০১০-১১ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতা ৩০০ টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ বাবদ ৩৩১.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃকালীন ভাতা: দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ কর্মসচির অধীনে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৮০ হাজার ভাতা- ভোগী থেকে ৮৮ হাজার ভাতা- ভোগীতে এবং মোট অর্থ বরাদ্দ ৩৩.৬০ কোটি টাকা থেকে ৪৩.২০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস এবং মায়েদেরকে তাদের শিশুদের মাতৃদুগ্ধপানে উৎসাহিতকরণ।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ এ কর্মসচির জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরে বরাদ্দ ২২৫ কোটি টাকা হতে ৩৬০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এর আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১.২৫ লক্ষ হতে ১.৫০ লক্ষে এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ১৫০০ টাকা হতে ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৪-০৭ সময়কালের তুলনায় বর্তমানে এ ভাতার হার ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসচিঃ মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিআরডিবির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছর পর্যন্ত বিআরডিবির অনুকূলে ২৫.০০ (পচিশ) কোটি টাকা ছাড় করা হয়। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় ২৩,৯১৪ জন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানমলক কর্মকাণ্ডের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ঋণের হার ৫০০০ টাকা -১০০০০ টাকা।

- **গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ন তহবিল**

দেশের গ্রামীণ গৃহহীন পরিবারের বাসস্থান সমস্যা নিরসন তথা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ৫০.০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে গৃহায়ণ তহবিল গঠন করে। গৃহায়ণ ঋণ বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে (এনজিও) শতকরা ১ ভাগ হার সরল সুদে ঋণ প্রদান করা হয় এবং এ সংস্থাগুলো শতকরা ৫ ভাগ হার সরল সুদে সর্বোচ্চ ১০ বৎসর মেয়াদে সহজ শর্তে উপকারভোগীদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে থাকে। এছাড়া, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ কর্মসচির আওতায় মোট ২০৯.৮১ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মোট ১২৪.৩০ কোটি টাকা ছাড়করণ এবং ৪৯,১১০টি গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে যাতে উপকারভোগীর সংখ্যা ২.৪৫ লক্ষ জন। এছাড়া, ইতোমধ্যে এ ইউনিট হতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে ১০.৮৪ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সারা দেশে মোট ৪৬৪টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪৩০টি উপজেলায় এ গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রম বাস্বায়ন করছে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ১০০.২১ কোটি টাকা আদায়যোগ্য ঋণের মধ্যে ৮৮.৪৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

- **খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি**

কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি: গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ণালয়াধীন কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসচির আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রায় ৮৯০.৭৯ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ৩.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ৭৫ মেট্রিক টন গম ও ৬৪ টি জেলায় ২৭৪.৫৬ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভিজিডিঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ণালয়াধীন এ কর্মসচির আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট ৭.৫ লক্ষ হতদরিদ্র মহিলার মধ্যে খাদ্য সহায়তা ও প্যাকেজ ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। ৬৪টি জেলায় উপকারভোগীদের মাঝে প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাল/গম প্রদান করা হয়। চলতি বছর মোট ২.৬৫ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য বরাদ্দ রয়েছে।

ভিজিএফঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ণালয়াধীন এ কর্মসচির আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রায় ৫.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ ৪৮.৫০ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে ১.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ-টিআর) ঃ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ণালয়াধীন এ কর্মসচির আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রায় ৯৫৩.৮৮ লক্ষ টাকার ৪.১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে ।

- **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প**

দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ কর্মসচির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাসের জন্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এগুলির মধ্যে - অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান, ন্যাশনাল সার্ভিস, কৃষি খাতে জলাবদ্ধতা দূর এবং সেচের জন্য বিশেষ কার্যক্রম, বিদেশ প্রত্যাগত ও শ্রম বাজারে নতুন কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচির অনুকূলে ২০১০-১১ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০০০ কোটি টাকা, ১৯০ কোটি টাকা, ১২০ কোটি টাকা,৭০ কোটি টাকা, ৫.৪১ কোটি টাকা ৯.৫৪ কোটি টাকা এবং ২৬৯.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১০০ দিনের কর্মসৃজন শীর্ষক কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে সারাদেশের জন্য ১,১৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হল: বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র বিশেষ করে এলাকার সক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা এবং গ্রামীন এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন। ২০১০-১১ অর্থবছরে সারাদেশে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলতি বছরে এ কর্মসূচির ১ম পর্যায়ে (সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর পর্যন্ত) ২৫,৫২৮ জন উপকারভোগীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় (নারী ২৯.৪% ও পুরুষ ৭০.৬%)। দেশের সব কয়টি জেলায় মোট ১৩,১৩৪টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

আশ্রয়ণ (দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত ও গৃহহীন, ছিন্নমূল, নদী ভাঙ্গন কবলিত হতদরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-২০০২ পর্যন্ত সময়ে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার পরিবারকে পূনর্বাসন করা হয়। এ প্রকল্পটির উপাদানগুলি একই থাকলেও ২০০২ সালে এটি আবাসন নামে চালু করা হয়। জুলাই ২০০২-ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেজ-২) গ্রহণ করা হয় ও ডিসেম্বর ২০১০ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পূনর্বাসন করা হয়েছে। ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীণ ছিন্নমূল দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪ মেয়াদে ১১৬৯.১৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ২৬৯টি পাকা ও সিআইশীট ব্যারাক নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। ৮৫টি প্রকল্পভুক্ত গ্রামের জন্য ১৭ হাজার মেট্রিক টন গম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

একটি বাড়ি একটি খামার

সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রতিটি গ্রাম সংগঠনকে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ১১৯৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ রয়েছে ২৬৯.৭৭ কোটি

টাকা। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৪৮২ টি উপজেলার ১,৯২৮ টি ইউনিয়নের ৯,৬৪০ টি গ্রামে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ৫,৭৮,৪০০। মার্চ ২০১১ পর্যন্ত ২৮৯২০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ ও ২৮৯২০ জনকে প্রশিক্ষণোত্তর সম্পদ সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র/অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অনুদান হিসেবে চাহিদা মাফিক বিভিন্ন উপকরণ ও সামগ্রী যেমন গৃহপালিত অর্থকরী পশুপাখি, পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও চাহিদা ও দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের পর সুফলভোগী পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি পরিবারকে কৃষি, মৎস চাষ, পশু পালন ইত্যাদির মাধ্যমে খামার বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলা, খামার বা জীবিকা ভিত্তিক কার্যক্রম নিশ্চিত করা হবে। ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবার কৃষি, মৎস চাষ, পশুপালন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে একটি কার্যকরী খামার বাড়ি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি ৫৯২৫.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় ও জুলাই ২০১১-জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সংশোধন করা হচ্ছে।

ঘরে ফেরা

ঘরে ফেরা কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো-বস্তিতে মানবেতরভাবে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষদের স্বস্তিকর পরিবেশে নিজ এলাকার বাসগৃহে প্রত্যাবাসন এবং কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের বিভিন্ন উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা। ১৯৯৯ সালে ঘরে ফেরা কর্মসূচিটি চালুর পর ২০০১ সাল পর্যন্ত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪.২৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। ২০০৯-১০ অর্থবছরে কর্মসূচিটি পুনরায় চালু করা হয় এবং ৫.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় ।

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ

গ্রামীণ দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে কর্মসূচিটি পরিচালিত হচ্ছে । মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে ৬৪টি জেলায় ৪৭৩টি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৭৬,৮৯৯ জন মহিলার মধ্যে ৬০৮৭.৬৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩৯৬৬.২৫ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। অপর দিকে, ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকূলে মোট ক্রমপুঞ্জিত বরাদ্দ (আবর্তক) ছিল ১৩৫০ লক্ষ টাকা এবং সদস্য সংখ্যা ২১,৯৫১ জন। মোট ১০৬ টি উপজেলায় এ ঋণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

- **২০১০-১১ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম**

সরকার বর্তমান অর্থবছরে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন ছাড়াও চলতি অর্থবছরে (২০১০-১১) নিম্নলিখিত নতুন তহবিল গঠন করেছেঃ

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পূনর্বাসন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় একটি নতুন তহবিল গঠন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

২০১০-১১ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে নতুন প্রকল্প

১. অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ (বরাদ্দ-১১ কোটি টাকা)

২. সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন (বরাদ্দ ৯.৪২ কোটি টাকা)

৩. ধান, গম ও ভূট্টার উন্নত বীজের উন্নয়ন (বরাদ্দ-১০৯.৭৩ কোটি টাকা)

৪. Promotion of Legal and Social Empowerment (বরাদ্দ-২১.১৪কোটি টাকা)

- **দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক**

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে উৎপাদনমুখী এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র বিমোচন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। ব্যাংক বেকারদের মধ্যে সরল সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। ৬৪টি জেলা সদরে এবং ১১৭টি উপজেলা সদরসহ মোট ১৮১টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ ব্যাংক কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (ক্রমপুঞ্জিত) ৯৬১.৫৭ কোটি টাকা এবং আদায়যোগ্য ৭৯৮.৮৬ কোটি টাকার বিপরীতে আদায়ের পরিমাণ ৭২০.৫১ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার ৯০ শতাংশ)। দেশের ৬৪টি জেলার সুবিধাভোগীর মোট সংখ্যা ১,৯৬,৬৯১ জন এবং কর্মসংস্থান হয়েছে ৬,৯৯,২২৪ জনের।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসচি

- **শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তাঃ**

কর্মসংস্থান ব্যাংক শ্রম ও কর্মসংস্থান ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/চাকুরিচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারিদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে স্বেচ্ছা- অবসরপ্রাপ্ত/শ্রমিক/কর্মচারিদেরকে প্রশিক্ষণ ও পুনঃকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০৪-০৫ ও ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৭.৪৫ ও ২৩.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত উক্ত অর্থ আবর্তক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কর্মসচির আওতায় ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত মোট ১৪৭০০ জন অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারির অনুকূলে ৮০.৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৭৭ শতাংশ।

- **কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসচিঃ**

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ মন্ণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কর্মসংস্থান ব্যাংক এ কর্মসচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত ছাড়কৃত মোট ৫০ কোটি টাকা হতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ১৯৯৪ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫৩.৭৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে । এ ঋণের আদায়যোগ্য ৪২.৫৪ কোটি টাকার মধ্যে ৩৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণী ১৩.১০ এ দেয়া হল।

সারণি ১৩.১০: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়হার	সুবিধাভোগী	কর্মসংস্হান সৃষ্টি
নিজস্ব কর্মসূচি	৮২৩.১৫	৬৮১.৫০	৬২৪.৮৬	৯২%	১৭১৭৬৯	৬২০০৮৬
বিশেষ কর্মসূচি	১৩৮.৪২	১১৬.৬৬	৯৫.৬৫	৮২%	২১৯২২	৭৯১৩৮
মোট	৯৬১.৫৭	৭৯৮.১৬	৭২০.৫১	৯০%	১৯৩৬৯১	৬৯৯২২৪

- **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম**

নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, নারীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ণালয়ধীন নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ গ্রহণ ও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশু স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতি গৃহীত হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- "ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি)", ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর (ভিজিডিইউপি), মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তাহীন দরিদ্র মহিলাদের উন্নয়ন (ভিজিডি), শিশুর বিকাশে প্রাক শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি। ভিজিডি কার্যক্রমটি এ মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় কার্যক্রম যার মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা ও প্যাকেজ ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট ফর আল্ট্রা পুওর (ভিজিডিইউপি) প্রকল্প কর্তৃক অর্থ সহায়তা ও আয়বর্ধক সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে ৮০ হাজার ভিজিডি কার্ডধারী দুঃস্থ মহিলাকে ২৪ মাস বৃত্তে মাসিক ৪০০ টাকা হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের চরম দরিদ্র বিশেষ করে মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পুষ্টিমান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ১৭৭১৫.৪২ লক্ষ টাকা এবং ২০১০-১১ বছরে এর অনুকূলে বরাদ্দ ৬১.৩০ কোটি টাকা যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৬০ কোটি টাকা।

গ্রামীণ দু:স্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এতে কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি। ২০০৩-০৪ অর্থ বছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৬০,৫৮৮ জন মহিলার মধ্যে ৩২.২৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় ৯০.৭৬ কোটি টাকা।

জাতীয় মহিলা সংস্থার আওতাধীন স্ব-কর্ম সহায়ক ঋণ কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে প্রাপ্ত ১২০ লক্ষ টাকার তহবিল দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এর আওতায় ৫০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনার জন্য ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার অনুকলে ১৩.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ (আবর্তক) ছিল। প্রাপ্ত অর্থ ঘুর্ণায়মান আকারে সংস্থার ৪৮টি উপজেলা এবং ৫৮টি সদর উপজেলা শাখা নিয়ে মোট ১০৬টি শাখা অফিসের মাধ্যমে মাথাপিছু ৫০০০ টাকা থেকে ১৫০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল, ছোট শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র, মহিলা উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের জন্য দুস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল, কৃষি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে ও দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে।

- **দারিদ্র বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম**

২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত কর্মসূচিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ জন্য এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র বিমোচন, পল্লী জনগণের সার্বিক উন্নয়নসহ আত্ম-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবানাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি), ইকনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)

১৯৯৯-২০০৪ সময়কালে সিভিডিপি পলণ্টী উন্নয়ন মডেল হিসেবে রূপ লাভ করে। এর ধারাবাহিক সফলতার প্রেক্ষিতে পাইলট স্কীম হিসেবে দেশের ১৯টি জেলার ২১টি উপজেলায় ১৫৭৫ গ্রামে পরীক্ষা নিরিক্ষা হয়। ২য় পর্যায়ের জন্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে যা জুন ২০১৪ পর্যন্ড় চলবে। এ সময়ে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় ৪২৭৫টি গ্রামে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্ড়বায়িত হচ্ছে। গ্রামের সকল শ্রেণী পেশার জনগোষ্ঠীকে একক সমবায় সংগঠনের আওতায় তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের উপাদানসমূহ হচ্ছে- প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, উন্মুক্ত সদস্যপদ, প্রশিক্ষিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মী, পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগ কার্যক্রম, অর্থনৈতিক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম, সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, মাসিক যৌথসভা। প্রকল্পটির বাস্ড়বায়ন কৌশলগুলোর মধ্যে অন্যতম হল সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা তথা প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়র করা, মাসিক যৌথ সভার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা

প্রণয়ন। জুন ২০১০ পর্যন্ত সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ২৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে । তাছাড়াও প্রকল্প কর্তৃক সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড যেমন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, টিউবয়েল স্থাপন, বৃক্ষরোপণ, বাল্যবিবাহ রোধ, ইপিআই কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্ড়বায়ন করা হয়েছে।

ইকনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প

২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের মোট ১০ লক্ষ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক দেশের চর, হাওড়-বাওড়, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা,কাজের সংস্থান হয়না এমন শুষ্ক মৌসুমে অতি দারিদ্র পীড়িত অঞ্চল এবং পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে প্রকল্পটি বাস্ড়বায়িত হচেছ। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৮৮৭.১৯ কোটি টাকা (ডিএফআইডি অনুদান ৮৮৪.০০ কোটি টাকা) ও মেয়াদ-ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫। ডিসেম্বর, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ড় সময়ে এই প্রকল্পের আওতায় ৫৪,৮৪০টি অতি দরিদ্র পরিবারকে তাদের প্রয়োজন ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবার প্রতি ১৪,৫০০ টাকার (প্রায় ৮০ কোটি টাকার) সম্পদ হস্ড়ান্ড়র এবং বরাদ্দপ্রাপ্ত ভূমিহীনদেরকে খাস জমি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্যদের ক্ষুদ্র ব্যবসা/কৃষি শিল্পের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিতরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পর্যন্ড় ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার জন অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচী (সিএলপি) প্রকল্প

চর এলাকার দরিদ্র জনগণের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় ১০ লক্ষ উপকারভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুবিধা পাচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৬,১৭০৯৭ জন দিবস প্রশিক্ষণ প্রদান, বসত ভিটার পরিবেশ উন্নয়ন, গবাদি পশু ও চারা-বীজ বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমসহ ৯৩৭৬টি চিকিৎসা কেন্দ্র চালু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে চরের ৮৬১ জন বেকার যুব ও যুব মহিলাকে পোষাক শিল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরীর উপযোগী করে তুলেছে। DFID এর অনুদানে বিশ্বব্যপী বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মধ্যে এ প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় British Expertise কর্তৃক International Awards 2008-2009 প্রদান করা হয়েছে এবং আন্ড়র্জাতিকভাবে মূল্যায়নে CLP প্রকল্পটি বর্তমানে ১ম অবস্থানে রয়েছে। সফল বাস্ড়বায়নের ফলশ্রুতিতে DFID কর্তৃক এ বিভাগের মাধ্যমে সিএলপি-২ বাস্ড়বায়নের জন্য আরও ৭০ মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

দারিদ্র বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় অধিদপ্তর, এর দপ্তর কর্তৃক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনেও ভমিকা রাখে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৭২,৫৩৬টি। সমবায় সমিতিসমহের সদস্য সংখ্যা ৮৮ লক্ষ। লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটা গ্রামীণ সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন করে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়াতে সরাসরি বিশেষ অবদান রাখছে। এর সদস্য সংখ্যা ১,৮৯৮ । বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক সমবায় খাতের বিশেষায়িত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা প্রধানত কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। বর্তমানে এর কার্যকরী সম্পদের পরিমাণ ৩০৯৫.৩২ কোটি টাকা। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১০ও২০১১ অর্থবছরে মোট ৭ হাজার কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ডিসেম্বর/১০ পর্যন্ড় ৩১২১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর ওপর শুরুর দিকে দ্বিস্তর সমবায় পদ্ধতির (টিসিসিএ-কেএসএস) মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দায়িত্ব অর্পিত ছিল। পরবর্তীকালে বিআরডিবি ক্ষুদ্র ঋণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এক দিকে বিআরডিবি মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে টিসিসিএ-কেএসএস পদ্ধতিতে ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে, বিভিন্ন দারিদ্র

নিরসনমলক উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান যথাঃ স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনে অব্যাহতভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি এবং বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে গ্রামীণ পর্যায়ে ১২১১টি সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করা হয়েছে। বিআরডিবিভুক্ত মোট ৫৪,৭১,০৪২ জন উপকারভোগী সদস্য মোট ৬০৭৮৮.১৬ লক্ষ টাকা নিজস্ব মূলধন (শেয়ার ও সঞ্চয়) সৃজনে সক্ষম হয়েছে। ফসলী ও ক্ষুদ্র ঋণ খাতে একই সময়ে বিতরণ করা হয়েছে ৩৭৯৩৪.০১ লক্ষ টাকা এবং শুর" থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ড় বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৮১৩৬০৯.৫৯ লক্ষ টাকা। আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৯৪%।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)

বাংলাদেশ সরকার ও কোইকার সহায়তায় বার্ড কর্তৃক পরিচালিত 'কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৪.৫১ কোটি টাকা এবং এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র মুক্ত করা এবং ভৌত অবকাঠামো (যথা- স্কুল, কালভার্ট, রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার এবং নিরাপদ পানীয়ের জন্য গভীর নলকুপ স্থাপন)-র উন্নয়ন করা। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া, কৃষি বীমা স্কীম প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবিত আছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

পল্লীর জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে আরডিএ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসচি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান, পল্লী কর্মসমহে নিয়োজিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প, দক্ষিণ ও পার্বত্যাঞ্চলে আরডিএ উদ্ভাবিত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প, গুড সীড ইনিশিয়েটিভ (জিএসআই), বীজ সম্প্রসারণে মহিলা শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং দক্ষিণ এশিয়ায় পানি সাশ্রয়ী ধান প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বিতরণ প্রকল্পসমহ বাস্তবায়ন করছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে ৪৩টি গবেষণা প্রকল্প চালু রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত আরডিএ কর্তৃক ক্রমপুঞ্জিত ২৬.১৮ কোটি টাকা বিতরণ ও ২১.৩৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। Comprehensive Village Development Programme (CVDP) প্রথম পর্যায়ে এ আরডিএ ৩০০টি সমবায় সমিতি গঠন করে যেখানে ৩৬৬১৩ জন উপকারভোগী ছিল। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩.২৫ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে এবং ২.৯৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। CVDP দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্প দ্বারা ১০২০টি সমবায় সমিতি গঠিত হবে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

দেশের পলণ্টী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পটির মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি' এর সূচনা হয়। বার্ড, কুমিলণ্ঢা কর্তৃক বাস্ড় বায়িত এ প্রকল্পটিকে ১৯৯৯-২০০৪ মেয়াদ সমাপনান্ড় ১৯৯৪ সালে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (Small Farmers Development Foundation) নামে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্ড়র করা হয়। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বর্তমানে কুমিলণ্ঢা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ৫৫টি উপজেলায় বাস্ড়বায়নাধীন রয়েছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সময়ে ৪১,৯০৪ জন পুর"ষ/মহিলাকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে এ যাবত মোট ৬৮৭৮.১৭ লক্ষ টাকা জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময় পর্যন্ড় সাপ্তাহিক কিস্ড়ির মাধ্যমে মোট ৪৮৮৩.৫৫ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়। আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা

৯৩ ভাগ। সদস্য/সদস্যাগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে এ যাবত মোট ৬১৬.৫৬ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুঁজি গঠন করেছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৬ ভাগই মহিলা।

পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউণ্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কার্যকরী ঋণ প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন করা পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর উদ্দেশ্য । বর্তমানে ৩৩টি জেলার ২৫৩টি শাখায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ উপজেলাগুলো দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং সেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশই মহিলা। জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন ৪০৩৬ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ও মেলা (প্রদর্শনী) ঋণ বিতরণ করেছে এবং এ ঋণের আদায়ের হার ৯৮ শতাংশ। এতে প্রায় ৭ লক্ষ উপকারভোগীর বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৩৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীর সরাসরি আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পিডিবিএফ জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ১০ টি জেলার ৪০টি উপজেলায় ৫৬৫০টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করায় ২১৯৬৫ জন বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়েছে ।

- **স্থানীয় সরকার বিভাগ**

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চরে অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট, প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth Center), গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও পানি সম্পদ উন্নয়ন (যেমন বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প)- এর মাধ্যমে পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বিপুল সংখ্যক মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে, যা গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপর্ণ ভমিকা রাখছে। সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশল এর আলোকে দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৫-২০২৫ মেয়াদে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো উন্নয়ন ছাড়াও বছর ব্যাপী সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দরিদ্র জনগণকে স্বাবলম্বী করার জন্য পল্লী অঞ্চলে এলজিইডির ৬টি এবং নগর অঞ্চলে ১টি প্রকল্প রয়েছে। রাস্তাঘাটের উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের সংশ্লিষ্টতা তাদের দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে।

- **দারিদ্র বিমোচনে মৎস্য অধিদপ্তরের কার্যক্রম**

মৎস্য অধিদপ্তরের অধিকাংশ কার্যক্রম দারিদ্র বিমোচনকে কেন্দ্র করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্যচাষ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির অধীনে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রায় ৪.৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সমন্বিত মৎস্য চাষের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩ কোটি এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ২.৫ কোটি, সর্বমোট ৩০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্বখাত হতে ঋণ প্রাপ্ত সুফলভোগীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের হারও বেশ ফলপ্রসু।

- **দারিদ্র বিমোচনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)**

দারিদ্র বিমোচনের জন্য জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার করে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সরকার একটি থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে আইসিটি খাতের সম্ভাবনাকে সার্থক করে ব্যাপক কর্মসংস্থান, প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

- **দারিদ্র বিমোচনে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবামলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের পাশাপাশি তাদের বৃত্তিমলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সেবা সহায়তা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় ৪টি কাযক্রমকে সুনির্দিষ্ট

করা হয়েছে: পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS), শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (UCD), পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম এবং এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম । এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ঘর্ণায়মান তহবিলের অধীন নতুন বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয় । এতে মোট ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৯৮.৫৩ কোটি টাকা ও ৫৭১.৮৩ কোটি টাকা। গড় আদায়ের হার ৮২%। ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত বৃত্তিমলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১.৪৫ লক্ষ জন উপকৃত হয়েছে এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট উপকৃতের সংখ্যা ২৮.৯১ লক্ষ। সমাজের প্রবীণ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ণালয় বয়স্ক ভাতা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রবীণদের আশ্রয় প্রদান (শান্ি নিবাস) ইতাদি কার্যক্রম, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম, মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্বায়ন করছে।

- **পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)**

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহযোগী সংস্থাসমহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে তাৎপর্যপর্ণ ভমিকা রেখেছে। পিকেএসএফ পল্লী ক্ষুদ্রঋণ খাতে সহযোগী সংস্থাসমহকে ঋণ সহায়তা প্রদান এবং পাশাপাশি মল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় আট ধরনের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ পিকেএসএফ তার ২৬৫টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১০১৯০.৮০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। সহযোগী সংস্থাসমহ এ ঋণ পুন:চক্রায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬০৭৯৪.২৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এ সময়ে মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৮০.৬২ লক্ষ জন (মহিলা ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৯১ শতাংশেরও বেশী)। পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্র ঋণসমূহ- (ক) পল্লী ক্ষুদ্রঋণ; (খ) নগর ক্ষুদ্রঋণ; (গ) অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ; এবং (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ (Microenterprise) ঋণ (ঙ) মৌসুমী ঋণ (চ) কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসচি; (ছ) বৃহত্তর রংপুর জেলার মঙ্গা কবলিত এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার জন্য "Programme Initiative for Monga Eradication (PRIME)" শীর্ষক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম; এবং (জ) দরিদ্র-বান্ধব উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য 'Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)' শীর্ষক কার্যক্রম। মলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসচির বাইরে ফাউন্ডেশন দরিদ্রতমদের জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প বাস্বায়ন করছে। সম্প্রতি পিকেএসএফ দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে "দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)" (Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Towards Elimination of their Poverty -ENRICH) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি সারণি ১৩.১১ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১৩.১১: পিকেএসএফ এর ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত (জুন ২০০৩ পর্যন্ড়)	অর্থ-বছর								ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ড়)
		২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ড়)	
বিতরণ	১৫০৬.৯৬	৩৪০.৫৬	৩৬৬.০০	৬৯২.৬১	১৩৫০.৭০	১৪০৮.০৮	১৮১৯.৫৩	১৯৪১.৭০	৭৬৪.৬৬	১০১৯০.৮০
আদায়	৫৫৯.১১	২৪৩.০০	৩৪২.১৩	৪৩৭.৫৭	৬৩৮.৯৪	১০০৯.৮৮	১৩৫২.৯২	১৬৭৮.২০	৮৯৯.৯৮	৭১৬১.৭২
আদায়ের হার (%)	৯৮.১৭	৯৭.৪০	৯৬.৯৬	৯৬.৭১	৯৮.৩৭	৯৭.৮৭	৯৮.২১	৯৮.৫৫	৯৮.০৩	৯৮.০৩
সহযোগী সংস্থা	২১৩	২১৯	২৩১	২৪৩	২৪৮	২৫৭	২৫৭	২৬২	২৬৫	২৬৫
সুবিধাভোগী	৪৪৮৫৮৩২	৫১০৪৯৪০	৫৫২২৪০৬	৬২০৭৯৭১	৭৭২৩৪৫১	৮২৮৩৮১৪	৮২৬২৪৬৫	৮৩৮৬২১৪	৮০৬২৫৯২	৮০৬২৫৯২
মহিলা	৩৯৯৯৩৩২	৪৬২১০৬০	৫০৩৩১২৯	৬২০৭৯৭১	৭০৬৭৮৭৭	৭৬১০৫৮১	৭৫৯৭০৬৭	৭৭২৩৭১২	৭৩৭৬৬৩৬	৭৩৭৬৬৩৬
পুর ষ	৪৮৬৫০০	৪৮৩৬৮০	৪৮৯২৭৭	৫৭০২৯১	৬৫৫৫৭৪	৬৭৩২৩৩	৬৬৫৩৯৮	৬৬২৫০২	৬৮৫৯৫৬	৬৮৫৯৫৬

উৎসঃ পিকেএসএফ

- **বেসরকারি সংস্থাসমহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম**

দারিদ্র বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসচি বাস্বায়নে NGO গুলো সহায়তা করে চলেছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) ক্ষমতাবান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান । এমআরএ প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী জুন ২০১০ সালে দেশের বৃহৎ ৩০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (গ্রামীণ ব্যাংক এমআরএ ভুক্ত প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের তথ্য ব্যতীত) ২১,৩৪০ কোটি টাকার অধিক ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান করেছে। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে উলেণ্টখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ৩০ শে জুন ২০১০ এ মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ স্থিতির পরিমাণ ১১,৭১২ কোটি টাকার অধিক এবং সদস্যদের থেকে আহরিত সঞ্চয়ের স্থিতি ৪১৩৭ কোটি টাকার অধিক। জুন ২০১০ পর্যন্ত মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১৫.২৫ কোটি। অপর দিকে ক্রেডিট এন্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (সিডিএফ) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০০৯ পর্য়ন্ত ৭৪৫টি MFI (গ্রামীন ব্যাংক সহ) এর মোট কার্যকরী সদস্য ৩৫.৭১ কোটি যা ২০০৫ সালের ১৮.৭৯ কোটির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। ৬৬.৮৮ কোটি ঋণ গ্রহীতার (৬১.৫০ কোটি মহিলা) মধ্যে ক্রমপুঞ্জিত ১,৭৩,১৪৬.৫৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আদায়ের পরিমাণ ১,৫৫,৫৭৫.৬৪ কোটি টাকা (আদায়ের হার ৮৯.৭৯) । এসময় এসমস্ত প্রতিঠানের সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬,৮৯৪.১১ কোটি টাকা যার মধ্যে আদায় হয়েছে ২৩,৭৬৩.৪৭ কোটি টাকা।

প্রধান প্রধান এনজিওদের সার্বিক কার্যক্রম

ব্র্যাকঃ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হল ব্র্যাক। সংস্থাটি বিভিন্ন কর্মসচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসচি ছাড়াও দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষ যেমন অতিদরিদ্র চরবাসী, দুস্থ নারী, অবসরপ্রাপ্ত ও ছাটাইকৃত সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ঋণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০,৪৪৬.৬৫ কোটি ও ৪৬,০৮২.৫৮ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ঋণের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৮০,৫৪,৪১৫ জন এবং এর মধ্যে মহিলা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৬,১৪,৩২৬ জন।

আশা: ১৯৯২ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুর“ করে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর দ্র“ত বর্ধমান সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্য“ সংস্থার ক্ষুদ্রঋণসহ মোট সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ ৫৩০০ কোটি টাকা। ২০১০ সাল শেষে ক্রমপুঞ্জিত আসল মোট ঋণ বিতরণ দাঁড়িয়েছে ৪১,১২১ কোটি টাকা এবং আদায় ৩৭,৪৭৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণের স্থিতি ২,৩২১ কোটি টাকা। আশা ক্ষুদ্র ঋণ ছাড়াও ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ, এগ্রো বিজনেস ঋণ, দূর্যোগ পুণর্বাসন ঋণ, শিক্ষা ঋণ ইত্যাদি ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রশিকা: প্রশিকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এনজিওগুলোর একটি। ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রামে কাজ শুরুর মাধ্যমে প্রশিকার আত্মপ্রকাশ। তবে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্ম প্রকাশ করে ১৯৭৬ সালে। বর্তমানে প্রশিকা ৫৯টি জেলার ২৪,২১৩টি গ্রাম ও ২,১১০টি বস্তিতে কাজ করছে। প্রশিকা ডিসেম্বর ২০০১০ পর্যন্ত ১৪,১৯,৩০০ টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,৪৯৫ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়েছে। প্রশিকা পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য কর্মসচির মাধ্যমে ১.২৩ কোটি দরিদ্র নারী-পুর“ষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২১.৬৩ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের ২৮.১২ লক্ষ নারী-পুরুষ জনসংগঠন বিনির্মাণ কর্মসূচির সহায়তায় যুক্ত হয়েছে এবং এদের মধ্যে ১২.৩৬ লক্ষেরও বেশী পরিবার দারিদ্রমুক্ত হতে পেরেছে।

শক্তি ফাউন্ডেশন: ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুঃস্থ মহিলাদের ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে। জুন ২০১০ পর্যন্ত সদস্য, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৮.৩৬ শতাংশ, ৩০.১৭ শতাংশ ও ২৮.৭৬ শতাংশ। এ সংস্থার বিতরণকৃত মোট ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ৫১৩.৮৯ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ৪১৩.৯৬ কোটি টাকা।

টিএমএসএস: ঠ্যাংগা মারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) বাংলাদেশের বৃহত্তম নারী উন্নয়ন সংগঠন যা ১৯৮৫ সালে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুর করে। গ্রামের অবহেলিত দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সংগঠনের মূল লক্ষ্য। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ছাড়াও সংস্থাটি বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ডিএফআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এবং নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসচি পরিচালনা করছে। এর কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি, শিক্ষা কর্মসূচি ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি । টিএমএসএস কর্তৃক জুন ২০১০ পর্যন্ত বিতরণকৃত ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩৮৮৮.০২ কোটি টাকা ও আদায় ৩৪৫৭.০৮ কোটি টাকা । উপকারভোগীর সংখ্যা ৭,৩১,২৩৪ জন।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস): ১৯৮৬ সালে এসএসএস এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরষ ও শিশুদের দারিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন এর মূল লক্ষ্য। গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ, নগর ক্ষুদ্রঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, পশু সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম এসএসএস বাস্তবায়ন করছে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত সংস্থাটির ক্রমপুঞ্জিভূত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় এবং ঋণের স্থিতি ছিল যথাক্রমে ২৭১৪.২২, ২৪০৪.৫৬ ও ৩০৯.৬৬ কোটি টাকা। এ কার্যক্রমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৩,৫৩,৯৮১ জন মহিলা সহ মোট ৩,৬৯,৮৮৩ জন।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ: স্বনির্ভর বাংলাদেশ এর আত্মপ্রকাশ ১৯৭৫ সালে। শুরুতে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সংযুক্ত সেল হিসেবে কাজ করে। ১৯৮৫ সাল হতে বেসরকারী সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে কতিপয় সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডের আওতায় সংস্থাটি শুর থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ১০৪৪.৬১ কোটি টাকা ১৬,০৬,১৪৪ জন বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে ও ঋণ আদায় হয়েছে ৮৪২.৫৬ কোটি টাকা। এতে প্রায় ৮০,৩০,৭২০ জন পরিবারের সদস্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

এছাড়াও অন্যান্য এনজিওসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান সারণি ১৩.১২ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১২: প্রধান প্রধান এনজিওসমহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

এনজিও	২০০৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	ক্রমপুঞ্জিত ২০১০ (ডিসেম্বর)
ব্র্যাক									
বিতরণ	১০৭৩১.০১	২৫৯০.১৫	৩২৫৪.২১	৪২৬১.৫৪	৬২৩২.৮৭	৮৪২৮.৯	৭৫৬৮.০৮	৭৩৭৫.৮৮	৫০৪৪২.৬৫
আদায়	৯৫৮৩.৩৪	২২৯০.৩২	২৯২৬.৮৪	৩৬২৬.৩৯	৫০৩৬.৯৩	৭৫৬০	৭৬৫৮.৯৯	৭৩৯৯.৭৮	৪৬০৮২.৫৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৪৮০৯৩১৪	৪৮৫৮৭৬৩	৪৮৩৭০৯৯	৫৩১০৩১৭	৭৩৭০৮৪৭	৮০৯০৩৬৯	৮৩৫৯৯৯৩	৮০৫৪৪১৫	৮০৫৪৪১৫
মহিলা	১৪৬৪৬৭৮৫	৩৮৭২১১০	৪০২৯২৬৫	৫১৪০৪৯৪	৭১০৮১৫৫	৭৭৯৬৭৬৯	৮০২৭২৬২	৭৬১৪৩২৬	৭৬১৪৩২৬
পুরুষ	১৬২৫২৯	১৩১৪৭৭	১২৮৮৬৫	১৬৯৮২৩	২৬২৬৯২	২৯৩৬০০	৩৩২৭৩১	৪৪০০৮৯	৪৪০০৮৯
আশা									
বিতরণ	৭২০১.০৭	২৪০৩.৯২	৩৩১৭.৯২	৪১৩১.৬১	৪৮৩৬.৪৭	৬১১০.৮৫	৬১৯১.১৯	৬৮৬৯.৮১	৪১০৬২.৮৪
আদায়	৬১৯৮.০২	২২০৮.৪	২৮২২.৮২	৩৭১২	৫০৫৯.৯৫	৬০৬৫.৯৭	৬৯৩৪.১২	৬৩৭৭.৮২	৩৯৩৬৮.১
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৭২৬২২৯৪	২৯৯৬৬৬০	৫৯৮৮১৩৪	৬৪৫৫৯৭৯	৬৬৭৪০৫৮	৭২৭৬৬৭৭	৫৪৯৮২৯৩	৫৬৫৬২৫৭	৫৬৫৬২৫৭
মহিলা	৬৯৬২২১৫	২৮৯৭৫০৩	৩৯১৭৫৬৬	৪৩০৩৭৮৭	৪৭১৬৯২২	৫১৪৪৬৬২	৪৩১৯৪৪০	৪৫৩১০০২	৪৫৩১০০২
পুরুষ	৩০০০৭৯	৯৯১৫৭	২০৭০৫৬৮	২১৫২১৯২	১৯৫৭১৩৬	২১৩২০১৫	১১৭৮৮৫৩	১১২৫২৫৫	১১২৫২৫৫
প্রশিকা									
বিতরণ	২৬২২.৩৫	২৭৭.০৭	২৮৮.১৩	৩১৬.৫	৩১২	২৬৭	২২২	১৯৫	৪৪৯৫
আদায়	২৪০৯.০৬	৩৫০.৬১	৩৩০.৭	৩৪৩.০৯	২৯৮	২৮৪	৩৬০	২২৫	৪৫৯৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৬৩৮৭৫৭৭	৪৯৭১০	২০০৭৬	১৫০৩০	৮২০৯	৬৭২৩	৮৪৭	১৯৩	২৮১২১২৭
মহিলা	৪১১৫৬৮৭	৩৬৪৯৬	১৭১৯৩৪২	১১৪৭৮	৬৭৫৯	৩৬৪০	৭৬৪	১৬৩	১৭৬৯২২৩

পুরুষ	২২৭১৮৯০	১৩২১৪	১০৫০৭৬৪	৩৫৫২	১৪৫০	৩০৮৩	৮৩	৩০	১০৪২৯০৪
স্বনির্ভর বাংলাদেশ									
বিতরণ	৩৩৩.৯৮	৬০.৭৫	৭৫.৯১	৯১.৩৬	৯৬.৩	৯৬.৭৩	১৩১.৬৫	১৫৭.৯৩	১০৪৪.৬১
আদায়	২৬১.৮৮	৪৩.৩৮	৬১.৫৪	৭০.৯৪	৭৫.৯১	৮৪.৫৭	১১০.৯	১৩৩.৪৪	৮৪২.৫৬
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৬৭৩২০	৬২৯১৫	৯৪৯৪৫	১২৯৮৯৪	১০১৫৬৫	১০৪৭০২	১২৩৮০৩	১২৭১৭৬	১৬০৬১৪৪
মহিলা	১০০১০১	৫৯৭৭৫	৯০৫৬৫	১২৬৩৩২	৯৮৮০৭	৯৭৩৪২	১০৩৬১৪	১০৮১০৫	১৩৪৪৯০২
পুরুষ	৮৮৭৯	৩১৪০	৪৩৮০	৩৫৬২	৩০৫৭	৭৩৬০	২০১৮৯	১৯০৭১	২৬১২৪২
কারিতাস									
বিতরণ	৩৮৭.২৫	৬০.৪৩	১০৬.১৮	১১৮.২৪	১৪৭.৭৮	১৪০.২	১৫৩.৪৬	১৫৪.৩৮	১২৬৭.৯২
আদায়	৩১৮.৯৮	৫৮.৭৬	৯৪.৯৭	১১১.৮৫	১৩৭.২১	১৩৩.৭১	১৪৭.৯৫	১৫২.৯৩	১১৫৬.৩৬
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩৬৬৫৪৪	১৮৬৫৭	১৪৯৩৬	৪২২৭	৪৩৬২	৯৯.৭১	১১৯৩২	৪১৮৫৫	৩৫১৪৩০
মহিলা	২৪২৬৯৩	৫৫২৬	১৪১২৪	৩৮৩১	৭০৯১	১০৫২৪	২৫২৪২	৩১৩১১	২৬৬৬৬৮
পুরুষ	২০৩৮২১	১৩১৩১	৮১২	৩৯৬	-২৭২৯	-৫৫৩	১৩৩১০	১০৫৪৪	
টিএমএসএস									
বিতরণ	৬৭২.৯৪	১৬৮.৩২	২৯২.১১	৪০৯.৭৯	৫১৪.৮	৫৭১.৯৩	৬৫৬.০১	৭৬৮.৬৫	৪০৫৪.৫৫
আদায়	৫৫১.৪৮	১৪৮.৭৫	২২০.০২	৩৫৯.৯৯	৪৫৭.৬৯	৫৪৮.১৫	৬০৬.৩৪	৬৮২.৮৫	৩৪৭৫.২৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩০৫৩৮১	২৩৯৩৭	১১৫৪৭০	৬৮৫৮৭	৯৯৮২৬	৮৯৫৪৪	২২৪৬২	৬০২৭	৭৩১২৩৪
শক্তি ফাউন্ডেশন**									
বিতরণ	৩০২.৪৭	১০২.৪১	১৫০.৪২	১৭৯.৯৭	১৭৬.১৩	২০২.৭৪	৩০৫.১৫	৫১৩.৮৯	১৯৩৩.১৮
আদায়	১৯১.৯৫	৮৪.৯৬	১২৪.৪৬	১৪৫.০৩	১১৭৫.১৩	১৮১.১১	২৬২.৪৬	৪১৩.৯৬	২৫৭৯.০৬
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৯৫৫৯১	১১৪৭০১	১৫৭৫১৭	১৬৭১১৩	১৫৬১০৮	১৮১৯৯০	২৯৯১৫৮	৪৭৫৯৭৬	১৮৪৮১৫৪
ব্যুরো বাংলাদেশ									
বিতরণ	৩৮৪.৪৩	১৫২.৮	২৩৬.৮৪	৩১৮.০৩	৩৭৫.১৬	৫৯০.৫৮	৮১৩.৯৬	১০৯০.৮৬	৩৯৬২.৬৬
আদায়	২৭৮.০৪	১৩২.৫২	১৯৬	২৭৭.৪৫	৩৩৭.২৭	৪৬৫.২৬	৭২৮.৫	৯৩৯.৮৬	৩৩৫৪.৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৬১৭৬৯৩	২২১৩৬৬	২৭৩২৮৬	৩৩১৩২৯	৩৭৬৭১০	৬০২২৭৩	৭৪৬৯৩৮	৯৮৫১৮২	৪১৫৪৭৭৭
এসএসএস									
বিতরণ	২৫৬.২৪	৮৪.৭৮	১৬৫.৫২	২৬০.৭৭	৩৫৪.০৬	৪৩২.৬৯	৫২৩.৮	৬১৩.৮	২৬৯১.৬৬
আদায়	২২২.৭৪	৭০.৩৫	১৩০.৭১	২০৪.৫৫	৩১০.৮৯	৩৮৩.৮৭	৪৫৭.৮২	৫৫৬.৫৫	২৩৩৭.৪৮
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৮০৩৮১	১৩৩৪০৪	১৮৪৫৯১	২৬০১১০	৩২০১১০	৩৬২৬৩৬	৩৫৬৪৮৩	৩৬৯৮৮৩	৩৬৯৮৮৩
মহিলা	২৭৩৫৫২	১২৯১৫৪	১৭৯৫১১	২৫৩৩৮৭	৩১১৩৮৩	৩৫১০৫০	৩৪২২০৮	৩৫৩৯৮১	৩৫৩৯৮১
পুরুষ	৬৮২৯	৪২৫০	৫০৮০	৬৬২৩	৮৭২৭	১১৫৮৬	১৪২৭৫	১৫৯০২	১৫৯০২
মোট									
বিতরণ	২২৮৯১.৭৪	৫৯০০.৬৩	৭৮৮৭.২৪	১০০৮৭.৮১	১৩০৪৫.৫৭	১৬৮৪১.৬২	১৬৫৬৫.৩	১৭৭৪০.২	১১০৯৫৫.০৭
আদায়	২০০১৫.৪৯	৫৩৮৮.০৫	৬৯০৮.০৬	৮৮৫১.২৯	১২৮৮৮.৯৮	১৫৭০৬.৬৪	১৭২৬৭.০৮	১৬৮৮২.১৯	১০৩৭৮৯.৩১
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩০৪৯২০৯৫	১১২৩২০০৮	১১৬৮৬০৫৪	১২৭৪২৫৮৬	১৫১১১৭৯৫	১৬৭১৫০১৪	১৫৪১৯৯০৯	১৫৭১৬৯৬৪	২৫৫৮৪৪২১

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহ। ব্র্যাক, আশা ও এসএসএস, এর সুবিধাভোগীর সংখ্যা বছরভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত। ** শক্তি ফাউন্ডেশনের তথ্য জুন ২০১০ পর্যন্ত

গ্রামীণ ব্যাংক

জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের প্রায়োগিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । দরিদ্রদের বহুমুখী প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি বিবেচনায় এনে গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। বিত্তহীন মানুষের হাতে জামানতবিহীন পুঁজি তুলে দিতে পারলে নিজের কর্মসংস্থান সে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংক কোন প্রকার জামানত ব্যতীত ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণের টাকা সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হয় এবং ব্যাংকের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সাপ্তাহিক কেন্দ্র বৈঠকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দারিদ্রমুখী ঋণদাতা সংস্থাসমূহের মধ্যে আন্যতম এ ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা দাড়িয়েছে প্রায় ৮৩.৪১ লক্ষ। ৬৪টি জেলার ৮১,৩৭৬টি গ্রামে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। এ ব্যাংক গৃহ নির্মাণ ঋণ, ভিক্ষুকদের মধ্যে ঋণ, শিক্ষা ঋণ প্রদান করে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসচির খতিয়ান সারণি ১৩.১৩ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১৩: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০১০পর্যন্ত)

(কোটি টাকা)

	জুন ২০০৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ জুলাই-জানুয়ারি	জানুয়ারি-২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
বিতরণ (টাকা)	১৮০২০.৯৩	২৩৩৫.৬২	৩১৪৮.৩৭	৪৫৯০.৫৫	৫০১৯.৪৪	৫৫৬১.৮৫	৭১৮৪.৫৯	৮৭৫৪.৪১	৫৭৮৪.৭১	৬০৪০০.৪৭
আদায় (টাকা)	১৬৫৯৫.৫৮	১৯৮০.১৬	২৫৮১.৫৪	৩৭৬৯.৮২	৪৮০২.৫২	৪৯৫৫.০৯	৬১০৫.৩৪	৭৬৭৫.৭৭	৫১৮৩.৮২	৫৩৬৪৯.৬৪
বিতরণ (টাকা)	৩৭৫.২৪	৯৮.৯৬	৯৮.৯৫	৯৮.৪৯	৯৮.৬১	৯৮.১১	৯৭.৮১	৯৭.২০	৯৭.৩৮	৯৭.৩৮
শাখার সংখ্যা	১১৮২	৭৬	২৭৯	৬৪৮	২৪৬	৮৬	৪০	৭	১	২৫৬৫
গ্রামের সংখ্যা	৩৯৪৫৭	৩২৯৮	৮১১৩	১৫১১৮	৯৫১৯	৩৬৫৩	২১৭৫	২৯	১৫	৮১৩৭৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৯৯২১৬৪৮	৩৬২৬৯৩৭	৪৭৬৪২১৬	৬৩৯০১৪৮	৭২০৮৪৫৫	৭৫২৭৭০০	৭৯০৪৭৯৭	৮২৭৬৪৯৪	৮৩৫৪৭৫৪	৮৩৫৪৭৫৪
মহিলা	৯৪২৯৮৩২	৩৪৬৮১৪৭	৪৫৭৩৬৮১	৬১৬১৪৫২	৬৯৭২৩৫১	৭২৯০৬০৪	৭৬৫৯৭৩৯	৭৯৮০৫৮১	৮০৫২৯০৫	৮০৫২৯০৫
পুরুষ	৪৯১৮১৬	১৫৮৭৯০	১৯০৫৩৫	২২৮৬৯৬	২৩৬১০৪	২৩৭০৯৬	২৪৫০৫৮	২৯৫৯১৩	৩০১৮৪৯	৩০১৮৪৯

উৎসঃ গ্রামীণ ব্যাংক

- **তফসিলী ব্যাংকসমহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম**

সারণি ১৩.১৪ তে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও দুটো বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে। উক্ত ব্যাংকসমহের ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯১৮৬.৬৯ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ২০৪৭৫.৮১ কোটি টাকা।

সারণি ১৩.১৪: তফসিলী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

ব্যাংক	ক্রমপুঞ্জিত ২০০৩ পর্যন্ত	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (ডিসেম্বর ১০পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ১০পর্যন্ত
সোনালী ব্যাংক										
বিতরণ (কোটি টাকা)	৫৭০৩.০৪	৪৬০.১৮	৪৮৫.৯	৪৫৬.৬২	৪১০.০২	৫৫৭.০৮	৬১৭.৪৪	৭৫৫.৫৭	৩৬৬.৫২	৯৮১২.৩৭
আদায় (কোটি টাকা)	৭৪৫৬.৪৭	৫৪৭.৭৯	৪২৫.০৬	৪৮৬.৩৭	৬৭৭	৯২১.২৩	৭৪৩.৬৬	৬৭৮.২৮	৪৫৬.১৯	১২৩৯২.০৫
আদায়ের হার (%)	১৪১.২২	১১৯.০৪	৮৭.৪৮	১০৬.৫২	১৬৫.১১	৩৪.৩	৩০.৪৬	২৯.৬১	২০	৭৩৩.৭৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	০		১৮৯৫৬০	২০১৮৪১	১৯৯১৯০	১৭৯১৮৮	২০৮৪৭৮	২৫১৮৫৬	৭০০৮১	১৩০০১৯৪
অগ্রণী ব্যাংক										
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৩০১.২৮	৪৪.০৮	১০০.৩৪	১৮২.০৭	২১০.৬	২৯০.৪	৩৩৯.৬৬	৪৮৭.৯২	৩৩.৬১	২৯৮৯.৯৬
আদায় (কোটি টাকা)	১২৬৯.৪৩	৫১.৬৫	৯৭.৪৭	২১২.০৯	২৬৮.৩৯	২৮৮.৭৩	৩৩৬.৮২	৪০০.৩৭	৬৬.৬	২৯৯১.৫৫
আদায়ের হার (%)	১১০.১৪	১১৭.১৭	৯৭.১৪	১১৬.৪৯	১২৭.৪৪	৯৯.৪৩	৯৯.১৬%	৮২.০৬	৯৬	৮৪৬.৮৬১৬
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	২৯৬১৬৮৫	২৩০৯৯	৪২৪৩৫	১০৪৩৮৭		১১৫৩৮৩	১৩৯৯০৩	১৫৮৯৭৮	৫৯৫৪	৩৫৫১৮২৪
জনতা ব্যাংক										
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৬৪১.৫৫১	২২৭.৪৭	১৯৩.৭৫	১৯৩.৭৫	২৯০.১৬	৪৯৭.৯৩	৫৬০.৯৪	৬৩১.৬৩	৩০৪.০৪	৪৫৪১.২২১
আদায় (কোটি টাকা)	১৫৬২.৫৪	১৬৩.৫২	১০৬.৫৪	১০৬.৫৪	২৪৯.৮১	৩৫৫.৯	৪১২.৮৩	৪০০.২৪	৩০০	৩৬৫৭.৯২
আদায়ের হার (%)	১০৫.৫১	৭১.৮৯	৫৪.৯৯	৫৪.৯৯	৮৬.০৯	৭১	৭৪	৬৩	৯৯	৬৮০.৪৭
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৭০৫৪৯১	১২৯৯০৮	১০১২২০	১০০০৭৩	১৪৫০৮০	১২৪৪৮৩	১২৪৬৫৩	১৩০৯২১	৮১৬০১	১৬৪৩৪৩০
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক										
বিতরণ (কোটি টাকা)	৯১৪.২২	৬৮.১৬	৫৮.৮৬	৫৭.০২	৫৪.৫১	৫৩.৪৩	৪৭.৮২	৯৮.৪৯	৪৬	১৩৯৮.৫১
আদায় (কোটি টাকা)	৭৮১.৬২	৪৬.৬	৩৭.২৭	৪৩.২৪	৫১.৮৪	৫১.৪৬	৪৫.৫৬	৭৬.০২	২৬.৭৫	১১৬০.৩৬
আদায়ের হার (%)	৮৩.৩	৬৮.৩৭	৬৩.৩২	৭৫.৮৩	৯৫.১	৯৬.৩১	৯৫.২৭	৭৭.১৯	৫৮.১৫	৭১২.৮৪
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৪৭৪৯১৮	৬০৯৮৭	৫৯১১৭	৫০০৮৩	৫২০২৮	৪৭৭৬১	৪৯৩৫৬	৩৫০৪৪	৪৫৫৭৮	১৮৭৪৮৭২
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (২০০০ সাল থেকে)										
বিতরণ (কোটি টাকা)	১৪০.৪	১৭.৯৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	১৭.৭১	১৮.০৩	১৮.৬১	১৭.৬৮	৩০৫.৩৫
আদায় (কোটি টাকা)	৪৮.৩৭	১২.৪৭	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	১৪.২২	১৫.৭৯	১৭.৪	৮.৪৫	১৬৫.৭
আদায়ের হার (%)	৩৪.৪৫	৬৯.৩৯	৪৭.২৮	৭২.৭	৮৮.১৯	৮০.২৯	৮৮	৯৩		৫৭৩.৩
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	১৭৬০৭৮	১৮৫৯৭	৪৭৮৩৪	৩০০৩৩	১৬৬৩৪	১৫৮১৮	১৬২৩৯	১৩৭৭৯	৫৬৮৬	৩৪০৬৯৮
রূপালী ব্যাংক										
বিতরণ (কোটি টাকা)	২৩.৭৮	৫.১৭	১৫.২৮	১৬.০৯	১১.০২	১৬.৯৭	১৬.৮৮	২২.৬৯	১১.৪	১৩৯.২৮
আদায় (কোটি টাকা)	২০.৯৯	২.০৫	৫.২৭	১০.১৫	১১.৯৫	১২.১৬	১৪.৭৯	১৮.৮৯	১১.৯৮	১০৮.২৩
আদায়ের হার (%)	১০২.৮৩	৩৯.৬৫	৩৪.৪৯	৬৩.০৮	১০৮.৪৪	৭১.৬৫	৮৭.৬২	৮৩.২৫	১০৫.০৮	৬৯৬.০৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৩১৫৫০	২৪২৭	৫৪০২	৫৪৩১	২৮০৪	৪২৪২	৩৪৫৮	৫৬৭২	৩৬২০	৬৪৬০৬
মোট										
বিতরণ (কোটি টাকা)	১২২৬৬.৩৭২	১০৫০.৫	১০৭৮.৬১	১১২৮.৫৩	১২৮১.৪৬	১৯৩১.৪৫	২১৬১.৭১	২৬৪৬.৫৪	৭৭৯.২৫	১৯১৮৬.৬৯
আদায় (কোটি টাকা)	১১১৩৯.৪২	৮২৪.০৮	৬৮৬.১৪	৮৭৯.৬৪	১২৭২.২১	১৬৪৩.৭	১৫৬৯.৪৫	১৫৯১.২	৮৬৯.৯৭	২০৪৭৫.৮১
আদায়ের হার (%)	৯০.৮১	৭৮.৪৫	৬৩.৬১	৭৭.৯৫	৯৯.২৮	৮৫.১	৭২.৬	৬০.১২	৮৯.৫৭	৯৩.৭০৪১৯
সুবিধাভোগীর সংখ্যা	৫৩৪৯৭২২	২৩৫০১৮	৪৪৫৫৬৮	৪৯১৮৪৮	৪১৫৭৩৬	৪৮৬৮৭৫	৫৪২০৮৭	৬০১৩৯৩	২১২৫২০	৮৭৭৫৬২৪

উৎস: সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ,* অগ্রনী ব্যাংকের তথ্য মার্চ/২০১১ পর্যন্ত

- **অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসচি**

তফসিলী ব্যাংকসমহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমহ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নিম্নের সারণি **১৩.১৫** তে কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৩.১৫: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ (ডিসেম্বর '১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
**আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫৬৫৪০৮	১৯৮৬৫৭	৭৬৪০৬৫	১১১৮.৫৩	৯৭.০২
*সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭২৫৪	২৫৮৮১	৪৩১৩৫	৩৭.৫০	৯৮
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৬০০	১১০১৫	১১৬১৫	১৪৩৬৪৫	৯৫.৪৮
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৪৮০৫৩৫	১২০১৩৪	৬০০৬৬৯	৩৭৫৮.২৫	৯৯
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	০১	১৩৭৬৫	১৩৭৬৬	২৩৭৭.৩৮	৮৬.০০
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২৬৪৬১৪	৬০৯৮২	৩২৫৫৯৬	২৮০.০৮	৯৭.৩২
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৫৫৭০	৬৬১০৬	৭১৬৭৬	১৭৫৩.৬৫	৭২.২৩
পবালী ব্যাংক লিমিটেড	৪৮৮৫০	৫৭৬১	৫৪৬১১	৬৯৪.৮১	১০০
মোট	১৩৮২৮৩২	৫০২৩০১	১৮৮৫১৩৩	১৫৩৬৬৫.২	

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমহ। *মার্চ/১১ পর্যন্ত, **জানুয়ারি/১১ পর্যন্ত, প্রাক্কলিত।

- প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের একটি চিত্র (২০০৯ সালের জরিপ অনুযায়ী) সারণি ১৩.১৬ এ তুলে ধরা হল

সারণি ১৩.১৬: প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

সংস্থাসমূহ	ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত (*N=৭৪৪)		ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত (*N=৬১২)		ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত (*N=৫৩৫)		২০০৯ সালে ঋণ বিতরণের বার্ষিক পরিবর্তন		২০০৯ সালে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি (%)	
	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)	ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	আদায়ের হার (%)	২০০৮ সালের তুলনায় ২০০৯ সালের পরিবর্তন	২০০৭ সালের তুলনায় ২০০৮ সালের পরিবর্তন	২০০৯	২০০৮
ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান										
প্রদত্ত ঋণ	**১৭৯০০৩.৪৬**		**১৪০৮৯৮.৭০**		**১১২৬০১.৪৯**		**৩৮১০৪.৭৫**	**২৮২৯৭.২২**	**২৭.০৪**	**২৫.১৩**
১. মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান- এনজিও	১২৩৩১৫.৩৯	৯৬.২২	৯৪১৭৬.৬৩	৯৬.১৬	৭৩২৩২.৩৬	৯৯.২৪	২৯১৩৮.৭৭	২০৯৪৪.২৭৯	৩০.৯৪	২৮.৬০
২ গ্রামীণ ব্যাংক	৪৯৮৩১.১৫	৯৯.৪৬	৪১৮৯০..৩৭	৯৮.৩২	৩৫৬৭৯.৮২	৯৮.০২	৭৯৪০.৮৪	৬২১০.৪৮	১৮.৯৬	১৭.৪১
৩. পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন	৩৪৩৩.০১	৯৮	২৯২৭.৬৭	৯৮	২২৯২.৪১	৯৮	৫০৫.৩৪	৬৩৫.২৬	১৭.২৬	২৭.৭১
৪. আরডিএস (আইবিবিএল)	২৪২৩.৯০	৯৯	১৯,০৪১.০০	৯৯	১৩৯৬.৯০	১০০	৫১৯.৮০	৫০৭.১.৯	২৭.৩০	৩৬.৩১
পাইকারি ঋণ বিতরণ ১. পিকেএসএফ	৮৩১০.৭৮	৯৯.৫১	৬৫৭৪.৬৮	৯৭.০৯	৪৯৭২.৫৭	৯৬.৮৭	১৭৩৬.০৯	১৬০২.১১	২৬.৪১	৩২.২২

উৎস: Microfinance Survey 2009।

- **মন্ণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসচি**

সরকার বিভিন্ন মন্ণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮১৫৩৭.৪৮ কোটি টাকা ও আদায়ের পরিমাণ ৭০৮৩০.০৯ কোটি টাকা (সারণি ১৩.১৭)। দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসচি টেকসই করার লক্ষ্যে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রতি অধিকতর গুর ত্ব প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমহ কাজ করে যাচ্ছে।

সারণি ১৩.১৭: বিভিন্ন মন্ণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ অর্থবিভাগ	বিভাগ/সংস্থা	জুন ২০০৩ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৩-০৪	২০০৪-০৩	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (ডিসেম্বর ১০ পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর,১০ পর্যন্ত)
অর্থ মন্ত্রণালয়	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (রাকাব)										
	বিতরণ	১৪০.৪	১৭.৯৭	৩০.৭৩	২৯.২৩	১৪.৯৯	১৭.৭১	১৮.০৩	১৮.৬১	১৭.৬৮	৩০৫.৩৫
	আদায়	৪৮.৩৭	১২.৪৭	১৪.৫৩	২১.২৫	১৩.২২	১৪.২২	১৫.৭৯	১৭.৪	৮.৪৫	১৬৫.৭
	হার (%)	৩৪.৪৫	৬৯.৩৯	৪৭.২৮	৭২.৬৯	৮৮.১৯	৮০.২৯	৮৭.৫৯	৯৩	৪৮.৩৫	৫৪.২৭
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বিআরডাব										
	বিতরণ	৩৩৭২.২১	৪১৯.৪৪	৬৫৪.৮৬	৬৮৩.৭৭	৮৬২.৭৩	৭৯৬.০৬	৬৯১.১৯	৬৭৪.৪৪	৩৮২.৭১	৮৫৩৭.৪১
	আদায়	২৮৯৫.২৪	৩৮০.৩৫	৪৭৪.১৮	৭২০.০৪	৮৮৭.০৭	৬৮০.৫২	৬৭৭.৫৮	৬৩৪.০১	৩৪৮.২৬	৭৬৯৭.২৫
	হার (%)	-	৯১	৮৯	৯৪	৯৩	৯৪	৯৪	৯৩	১০৯.৮৯	৯০.১৫
	বার্ড										
	বিতরণ	৭৭.৭৫	৭.০৭	৩.১১	১.৪৫	০.১৫	০.২৩	০.৬৬১	৬.১৫১	১.২৬	৯৭.৮৩
	আদায়	৭৩.৩৬	৯	৫.২৫	১.৭৭	০.১৪	০.২২	০.৪৩	৫.২৯৫	১.৭৭	৯৭.২৩
	হার (%)		১২৭.৩	১৬৮.০১	১২২.৩	৯৬.১	৯৯.৯৯	৬৫.০৯	৮৬.০৮	১৪০.৪৭	৯৯.৩৯
	আরডিএ										
	বিতরণ	৮.২৬	১.৪৩	১.৯৪	১.৯৯	২.২৬	৩.৫৭	৬.১৯	৫.৬	৩.২৫	৩৪.৪৯
	আদায়	৭.৮৬	১.২২	১.৩৯	১.৯৮	২.১৬	২.৬৯	৪.৩৮	৫.০৯	২.৯৭	২৯.৭৪
	হার (%)		৮৫.৩১	৭১.৬২	৯৯.৫৮	৭৪.৪৬	৮১	৮৩	৭৪	৯১.৩৮	৮৬.২৩
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর										
	বিতরণ	-	১১.১৩	২৩.৯৯	২৭.৬৫	১৭.৩৮	৪৬.৮১	৪৬.৯২	৫৪.০৯	৬০.৮৭	২৮৮.৮৪
	আদায়	-	১০.৩৪	১৩.৩	২৫.০৮	১৭.২৭	২৭.৬৪	২৫.৭১	৩১.৭২	৩৯.৬৬	১৯০.৭২
	হার (%)	-	৯২.৯২	৫৫.৪৩	৯০.৭১	৯৮	৬৭	৫৪.৮	৫৮.৬৪	৬৫.১৫	৬৬.০২৯
	জাতীয় মহিলা সংস্থা										
	বিতরণ	২০.৪৭	০.৬৬	৫.২৬	৩.৫৮	২.৯৫	১.৯৯			০.০৩৬	৩৪.৯৪৬
	আদায়	২০.২৩	১.০৪	৪.২২	৩.৩৩	১.৭৩	১.২৫	৩.৬৪	০.০৩	-	৩৫.৪৭
	হার (%)		১৫৭.৫৮	৮০.২৬	৯৩	৫৮.৬৪	৫৭.৯৭	-	-	-	১০১.৫০
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজ সেবা অধিদপ্তর										
	বিতরণ	৫১৭.৫৬	৫৪.৮৮	৪৪.৫৯	৬১.৮৬	৪১.০২	৬৭.৫৪	৬৪.৮৩	৬৮.১৮	৩০.৮৬	৯৫১.৩২
	আদায়	৪৭২.৫৬	৪৯.৬	৪০.৩	৫৩.৫৪	৩২.৩৩	৫২.৪১	২৮.৭৯	৫৬.২৬	২৫.৪৯	৮১১.২৮
	হার (%)		৭৩	৯০	৭৫	৭৯	৮১	৯৫	৮৯	৮২.৫৯	৮৫.২৮
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মৎস্য অধিদপ্তর										
	বিতরণ	-	-	২.৫	২	-	-	-	২৩.৮	৩০.০	৫৭.১৩
	আদায়	-	-	-	-	১.০২	২.০৮	-	১৩.০১	-	১৩.০১
	হার (%)	-	-	-	-	৬৮.৯৭	৭১.৫	-	৫৪.৬৬	-	২৩
	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর										
	বিতরণ	১৮.৪৪	২৩.৯৩	১৮.৮১	৫.৪৯		০	৩২.৯৭	-	-	৯৯.৬৪
	আদায়	১২.৬৮	২.৩	৪.৬৬	৫.৬১	১০.৭৪	১৬.৭১	১৩.৯৪	-	-	৬৬.৬৪
	হার (%)	৬৮.৭৬	৯.৬১	২৪.৮	১২.৬	২৫.৪	৪১.৫	৪২.২৮	-	-	৬৬.৮৮
শিল্প মন্ত্রণালয়	বিসিক										
	বিতরণ	১৫৭.৬৭	২৯.২২	২৫.৯৪	২২.০৭	১৩.৭১	৪.৩২	৪.৩২	৫.৭৮	-	২৬৩.০৩
	আদায়	১২৬.৭৫	২৭.৪৬	২৩.২৬	২২.৭১	১৯.৬৭	১০.৫৭	৬.৮	১৩.৯২	-	২৫১.১৪
	হার (%)		৯৩.৯৮	৮৯.৬৭	১০২.৮৯	১৪৩.৪৭	২৪৩.৫৪	১৬৩.২৭	-	-	৯৫.৪৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ অর্থবিভাগ	বিভাগ/সংস্থা	জুন ২০০৩ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)	২০০৩-০৪	২০০৪-০৩	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (ডিসেম্বর ১০ পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর,১০ পর্যন্ত)
	সরোটাসি ট্রাস্ট										
	বিতরণ	১৪	৭.৬৪	৯.৭৫	৯.৪১	৯.২৬	৩.৬৪	৭.৩৩	৭.৮৫	৪.৯৪	৭৩.৮২
	আদায়	১২.০৯	৪.১১	৬.৩৬	৮.৩৩	৮.৩১	৩.৫২৮৭	৭.২৫৬	৮.২৪	৪.৩৬	৬২.৫৮
	হার (%)		৫৩.৮	৬৪.৯৬	৮৯	৯০	৯৬.৯৫	৯৮.৯৯৭	১০৫		৮৪.৭৮
কৃষি মন্ত্রণালয়											
	কৃষি ঋণ বিতরণ	১২১০৪.২৪	৪০৪৮.৩৭	৪৯৫৬.৭৮	৫৪৯৬.২১	৫২৯২.৫১	৮৫৮০.৬৬	৯২৮৪.৪৬	১১১১৬.৮৮	৭৯৯০.২২	৬৮৮৭০.৩৩
	আদায়	১২৬৫০.১৩	৩১৩৫.৩২	৩১৭১.১৫	৪১৬৪.৩৫	৪৬৭৬	৬০০৩.৭	৮৩৭৭.৬২	১০১১২.৭	৭৫৫৯.৩১	৫৯৮৫০.৩৩
	হার (%)	১০৪.৫১	৭৭.৪৪৬	৬৩.৯৮	৭৫.৭৬	৮৮.৩৫	৬৯.৯৭	৯০.২৩	৯০.৯৬	৯৪.৬১	৮৬.৯০
	তুলা উন্নয়ন বোর্ড										
	বিতরণ	৩.৩	০.২৬৩	০.২৬৪	০.২১৩	০.২৯৪২	০.৩৩৮২	০.৩৪১	০.৪২৯	০.৬৪	৬.০৮২৪
	আদায়	৩.৪৮	০.২৮	০.২৫	০.২২	০.৩১	০.৩৫১২	০.৩৫৩১	০.৪৫১	০.৩৩	৬.০২৫৩
	হার (%)		১০৫.৭	১০১.৬	১০১.৬	১০৪	১০৪	৭৬.০৭	১০২.৫৬	৫১.৫৬	৯৯.০৬
	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর										
	বিতরণ	১৫৯.০৭	১৪৭.৪৬	৬৯.৭৭	২৭.৮২	৩৫.৩৮	৩১.১৫	১৮.৪৩	১.১৩	-	৪৯০.২১
	আদায়	১১৬.৪৬	৯৯.৫৩	৫২.২৫	২০.৩৮	৩৪	৪৮.১৬	৩৭.১৭	০	-	৪০৭.৯৫
	হার (%)	৭৩.২১	৬৭.৫৩	৭৫	৭৩	৯৬	১৫৪.৬১	২০১.৬৮	০	-	৮৩.২১৯
ভূমি মন্ত্রণালয়											
	বিতরণ	৬৮.৪৩	০	৮.৭	১০.১৪	৫.৫	৮.৭৬	৪.৩৩	৫.২৫	৪.৭২	১১৫.৮৩
	আদায়	৫৫.৪৩	০	৭.২২	৬.৩৭	৩.৮২	৫.৬	৩.১১	৩.১৮	১.৬৫	৮৬.৩৮
	হার (%)	৮১	০	৮২.৯৯	৬২.৮২	৬৯.৪৫	৬৩.৯৩	৭১.৬৭	৬০.৫৯	৩৪.৯৫	৭৪.৫৭
স্নীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার পকৌশল অধিদপ্তর										
	বিতরণ	৫৪.৮৫	১.৩৩	৩.৩৭	৬	১৬.৩২	৩১.৯৫	৯৩.১৩	৫৭.০৪	-	২৬৩.৯৯
	আদায়	২২.৭২	১.০৩	২.৬৬	৩.৩১	৯.২৮	২১.৮	৮৫.০৯	৪৭.৪৬	-	১৯৩.৩৫
	হার (%)	৪৭.২৬	৭৭.৪৪	৯৬	৮৮.৮৯	৯৮	৮৪	৯৪.৬৩	৯৫.৬৬	-	৭৩.২৪
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**										
	বিতরণ	৫১১.৬৩	৩৪.৬৫	৬২.৮৭	৭৭.৭৭	৬০.০২	৬১.৭৫	৫১.৫২	৬১.০৭	৪০.১	৯৬১.৩৮
	আদায়	৪২৭.৯৭	৩৩.২৭	৪৪.৯৮	৫৭.৩৭	৭৪.৪৬	৬১.১৬	৫৬.৩৭	৩৫.১	২৯.৯১	৮২০.৫৯
	হার (%)	৮৩.৬৫	৯৬.০১	৭১.৫৪	৭৩.৭৬	১২৪.০৬	১০০.৬৭	১০৯.৪১	৬৯.৫৩	৭৪.৫৮	৮৫.৩৫
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	**রেশম বোর্ড**										
	বিতরণ	২১.৫৮	৮.০৭	৯.১৬	৪.৬৮	৩.৩১	০.৬	০.৬৯	১.৫৯২	০.৬১২	৫০.২৯৪
	আদায়	৭.০১	৩.৬২	৩.১২	৩.৬	৪.০৮	২.৩৪	২.৪৭	২.০৮	১.২১	২৯.৫৩
	হার (%)		৪৪.৮৬	৩৪.০৬	৫৫.১১	৫৭.৯৫	৪৩.৪১	৮১.৬৫	৫৪.৯৩	১৯৭.৭১	৫৮.৭১
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়											
	বিতরণ			১০.১৬	৩.৮৬	৮.৬	২.০৮	১.৫৮	৭.০৩	২.২৫	৩৫.৫৬
	আদায়			০.৪১	১.৯৭	২.৮২	২.৮২	২.৭১	২.৮৪	১.৫৯	১৫.১৬
	হার (%)			২৭	৩৮	৪২	৪২	৩২	৪০.৪	৭০.৬৭	৪২.৬৩
মোট	বিতরণ	১৭২৪৯.৮৬	৪৮১৩.৫১৩	৫৯৪২.৫৫৪	৬৪৭৫.১৯৩	৬৩৮৬.৩৮৪	৯৬৫৯.১৫৮	১০৩২৬.৯২	১২১১৪.৯২২	৮৫৭০.১৫	৮১৫৩৭.৪৮
	আদায়	১৬৯৫২.৩৪	৩৭৭০.৯৪	৩৮৬৯.৪৯	৫১২১.২১	৫৭৯৭.৪১	৬৯৫৫.৬৯	৯৩৪৯.২০৯	১০৯৭৫.৮২৬	৮০২৫.২৭	৭০৮৩০.০৯
	হার (%)	৯৮.২৭	৭৮.৩৪	৬৫.১১	৭৯.০৯	৯০.৭৭	৭২.০১	৯০.৫৩	৯০.৫৯	৯৩.৯৭	৮৬.৯০

উৎস: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা